ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-140 ■ 26 February, 2025 ■ আগরতলা ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ মহা শিবরাত্রি

অসম শীঘ্রই উত্তর পূর্বের উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠবে ঃ মোদী

গুয়াহাটি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। অসম স্টার্টআপ হাবে পরিণত হচ্ছে, শীঘ্রই উত্তর-পূর্বের উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে আয়োজিত অ্যাডভান্টেজ অসম ২.০ বিনিয়োগ এবং পরিকাঠামো শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় বলেছেন, 'অসম উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠবে।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, তার সরকার এই অঞ্চলে যোগাযোগ, পরিকাঠামোর উন্নতি এবং স্থানীয় সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী যোগ করেছেন, ভারত কম খরচে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য মিশন মোডে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, গত কয়েক বছরে

অসমের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, কারণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

শিখ বিরোধী দাঙ্গা মামলায় প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদের যাবজ্জীবন

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। শিখ-বিরোধী দাঙ্গা মামলায় (১৯৮৪) যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা হল প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমারের। তবে, এই রায়ে খুশি নন শিখ নেতা গুরলাদ সিং। তিনি বলেছেন, 'মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম কিছু আমরা মেনে নেব না। আদালতের রায়ে আমরা খুশি নই। আমরা উচ্চতর আদালতে গিয়ে সজ্জন কুমারের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করব।'

প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমারকে গত ১২ ফেব্রুয়ারি দাঙ্গা, বেআইনি সমাবেশ এবং হত্যা ইত্যাদি ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। মঙ্গলবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত সজ্জন কুমারকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালের ১ নভেম্বর সরস্বতী বিহার এলাকায় পিতা-পুত্রকে হত্যার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

বেতন বঞ্চনার অভিযোগে টিএনজিসিএল কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। বেতন বঞ্চনার বিস্ফোরক অভিযোগ টিএনজিসিএল - এর কর্মীদের। মঙ্গলবার বেতন বঞ্চনার অভিযোগ এনে বিক্ষোভে সামিল হয় কর্মীরা। কর্মীদের অভিযোগ, সেন্ট্রাল নিয়োগ নীতির মাধ্যমে কর্মীদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু যে সকল কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি রয়েছে তারা উপযুক্ত বেতন ভাতা পাচ্ছেন না। কিন্তু তাদের থেকে কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকেও উচ্চ বিভাগের কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এমনকি তিন বছরের জন্য একটি বেতন ভাতা নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বছরে সামান্য কিছু বেতন বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু কি পরিমান বেতন বৃদ্ধি করা হবে তা স্পষ্টভাবে বলছে না দপ্তর। ফলে বেতন বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন বেশিরভাগ কর্মীরাই। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার টিএনজিসিএল এর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে তাদের। আজকেও বৈঠক করার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী শ্রমিকরা যথাসময়ে আসলেও তাদের সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তারা টিএনজিসিএল এর ঊর্ধতন আধিকারিকদের বক্তব্যে সহমত না হয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়। তাদের দাবি কর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে বেতন ভাতা প্রদান করা হোক।

অন্যদিকে টিএনজিসিএল এমডি প্রলয় পাত্র জানান, এতদিন পর্যন্ত টিএনজিসিএলে যেভাবে কর্মীদের বেতন নির্ধারণ করা হতো তার সঠিক কোন নিয়ম ছিল না। কর্মীদের সঙ্গে আধিকারিকদের কথাবার্তার পর একটি বেতন ভাতা নির্ধারণ করা হতো। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানে এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই এটিকে একটি নিয়মের আওতায় আনতে চান তিনি। তাই সেন্ট্রাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কামাখ্যা মন্দির পরিদর্শন করলেন স্বস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। অসমের সুপ্রসিদ্ধ মা কামাখ্যা মন্দির সস্ত্রীক পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা জানিয়েছেন তিনি। এদিন দেবীর নিকট সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করেন তিনি।

লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে এডি নগর থানা পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার এবং এসকফ উদ্ধার করে পুলিশ। সাথে বাড়ির মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত নেশাসামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান এডি নগর থানার ওসি বিজয় দাস। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এডি নগর থানার ওসি বিজয় দাস বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে খবর আসে অরুন্ধতীনগর থানার অন্তর্গত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক নির্বাচন এক পোল প্রস্তাবে নিজ মতামত তুলে ধরলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নতুন দিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডঃ ইউ ইউ ললিত এক নির্বাচন, এক পোল প্রস্তাবের উপর সংসদের যৌথ কমিটির সামনে তার মতামত তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, এই বিলটি যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও কিছু প্রাথমিক সমস্যা রয়েছে যা সমাধান করা প্রয়োজন। যদি এগুলি অমীমাংসিত থাকে, তাহলে তিনি সতর্ক করে দেন যে আদালত এটি বাতিল করতে পারে।

ডঃ ললিত বলেন যে, এক নির্বাচন, এক পোল-কে সংক্ষিপ্ত মেয়াদের সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে মানুষ পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য সরকার নির্বাচন করলেও, যদি কোনও বিধানসভার মেয়াদ সংক্ষিপ্ত করা হয়, তবে এটিকে অসাংবিধানিক বলে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে।

কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এই বিলের মোট ব্যয় এবং নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ইভিএম-এর সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উপস্থিত আইন কর্মকর্তারা কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার আশ্বাস দেন।

যদিও বেশিরভাগ বিজেপি সদস্য বিলটিকে সমর্থন করেছিলেন, কিছু শরিক দল কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

বিভিন্ন দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধে আত্মসমর্পণকারী বৈরীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ২১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য বড়মুড়া পাহাড়ে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছে আত্মসমর্পণকারী বৈরী সংগঠন ত্রিপুরা ইউনাইটেড ইন্ডিজেনাস রিটার্নিস পিপলস কাউন্সিল। ওই অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে, যাত্রীদের চরম দূর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি পূরণ না হবে ততক্ষণ অবরোধ চলবে বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন তাঁরা। তবে, জরুরি পরিষেবা এবং পরীক্ষার্থীরা ওই বনধের আওতার বাইরে রেখেছেন বলেও জানান সংগঠনের নেতা ড্যানিয়েল বোরোক।

এবিষয়ে সংগঠনের নেতা ড্যানিয়েল বোরোক বলেন, আত্মসমর্পণকারী বৈরী গোষ্ঠী এনএলএফটি এবং টিএনভি দলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেই চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি সরকার। এখনো অনেকের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের। অথচ তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। কিন্তু তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি। তিনি আরো বলেন, আত্মসমর্পণকারী বৈরী গোষ্ঠীদের দাবি এবং তাদের জীবন জীবিকার বিষয়গুলো নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। তাদের সমস্যাগুলো স্থায়ী সমাধান করা দরকার। বহু বছর ধরে তারা বঞ্চিত। তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে বলেই ত্রিপুরায় আজ শান্তি প্রতিষ্ঠিত। অথচ তাদের দাবি-দাওয়া গুলো নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার উদাসীন। তাই আজ সকাল থেকে ২১ দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধে বসে তাঁরা। যদিও বিকেল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় মুদ্রা সহ বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। গোপন খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাতে এডি নগর থানার পুলিশ বর্ডার সংলগ্ন গজারিয়া ক্যাম্পের বাজার এলাকা থেকে এক বাংলাদেশীকে আটক করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৮ হাজার ভারতীয় মুদ্রা।

এডি নগর থানার ওসি বিজয় দাস সংবাদ মাধ্যমের কাছে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে জানান, আজ সীমান্ত পার হওয়ার সময় আটককৃত ব্যক্তি নিজেই তার জাতীয়তা সম্পর্কে স্বীকৃতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিচারের দাবিতে বিচারকের কাছে শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। পারিশ্রমিক চাওয়ায় বিহার রাজ্যের নিরীহ শ্রমিকদের মারধোর করলো পুটিয়া রহিমপুর এসএইচবিআই ইটভাট্টার মালিক। অভিযুক্ত মালিকের নাম সেলিম মিয়া। এছাড়াও মনির হোসেন, সহ কলমচৌড়া থানার একাংশ পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন শ্রমিকরা। থানা পুলিশের কাছে ন্যায্য বিচার না পেয়ে অবশেষে সোজা সমস্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের মাধ্যমিকের প্রথম দিন নির্বিঘ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা আজ থেকে শুরু হয়েছে। মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা আলিম এর আজ ইংরেজী বিষয়ক পরীক্ষা নেওয়া হয়। সারা রাজ্যে ৬৮টি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর্গত সব পরীক্ষাস্থলের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আজ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা আলিমের ইংরেজী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৯০৭৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৩৫৪৯ জন ও ছাত্রী ১৫৫২৬ জন। পরীক্ষায় বসেছিল ২৮,৯১৯ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ১৩,৪৭৬ জন ছাত্র ও ১৫,৪৪৩ জন ছাত্রী। অনুপস্থিত ছিল ৭৩ জন ছাত্র ও ৮৩ জন ছাত্রী। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি হার ৯৯.৪৬ শতাংশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষা চলাকালিন হলে বিধায়কের প্রবেশ, সরব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে পরীক্ষার্থীদের মনোযোগ বিঘ্নিত করার অভিযোগ উঠেছে। গত ২৪ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই বিধায়ক উপস্থিত হয়ে পরীক্ষার্থীদের মাঝে দাঁড় করিয়ে তাঁদের অমনোযোগী করার চেষ্টা করেন। এছাড়াও, একাধিক বার পরীক্ষার্থীদের হাত তুলিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগনের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করছে সরকার প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন পরিচালিত এই সরকার বেকারদের চাকুরী প্রদান ও কর্মসংস্থান তৈরি করার পাশাপাশি রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলবার ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা বলেন বিজেপি দলের প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার আগরতলাস্থিত প্রদেশ কার্যালয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সাংবাদিক সম্মেলনে দলের প্রদেশ প্রবক্তা ছাড়াও মিডিয়া ইনচার্জ সুনিত সরকার, রাজ্য জনজাতি নেতা বিপিন দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী দিকগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেন বিজেপি দলের প্রদেশ প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী।

তিনি বলেন, জনগণের দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। একদিকে বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অন্যদিকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ ইং
১১ ফাল্গুন, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

হিন্দি আগ্রাসনে'র বিরোধিতা

হিন্দি রাষ্ট্রীয় ভাষা হইলেও বিভিন্ন রাজ্যের এবং অঞ্চলের ভাষাকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা কোন রাজনৈতিক দল বা সরকারের ভূমিকা কাম্য নয়। কবি লিখে আছেন নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে যেন মিলন মহান। কিন্তু সেই বিবিধের মাঝে মিলনকে মানিয়ে নিতে চাইছে না একাংশ। বিশেষ করিয়া হিন্দি ভাষাকে সারাদেশেই আবশ্যিক ভাষা হিসেবে পরিগণিত পরিবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চলিয়াছে। এই ধরনের প্রয়াস চাপাইয়া দেওয়ার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলে ক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জিভূত হইতেছে। এই ধরনের প্রয়াস আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে পদদলিত করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। ইতিমধ্যেই আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও অঞ্চলে বিষয়টি নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। তামিলনাড়ুতে ভাষা নিয়া বিতর্ক চরম আকার ধারণ করিয়াছে। তামিল জনগোষ্ঠী কোনভাবেই তাহাদের ভাষাকে অমর্য্যাদা করিয়া হিন্দি ভাষাকে প্রাধান্য দিতে রাজি নয়। এই ইস্যুতে রাজ্যের মন্ত্রীরাও প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠিয়াছেন।

তামিলনাড়ুতে 'ভাষাযুদ্ধে'র আবহে নতুন মোড়। 'তামিল অস্মিতা' রক্ষার জন্য বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন রঞ্জনা নাচিয়ার। বিখ্যাত এই অভিনেত্রী দীর্ঘদিন ধরে তামিলনাড়ু বিজেপির শিল্প ও সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। গেরুয়া শিবির থেকে সরিয়া দাঁড়াইলেন তিনি। অভিনেত্রীর অভিযোগ, রাজনৈতিক ফায়দা তুলিবার জন্য জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করিতেছে বিজেপি।

এক্স হ্যান্ডেলে রঞ্জনা লেখেন, 'গত আট বছর ধরিয়া বিজেপিতে নানা ভূমিকায় কাজ করিয়াছি। তবে এবার বিদায়। লোকে ভাবে বিজেপি জাতীয়তাবাদী দল, যাহারা দেশের স্বার্থকে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়, যাহারা ধর্মকে রক্ষা করে। কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি কীভাবে রাজনৈতিক ফায়দা তুলিবার জন্য জাতীয় পরিচয় এবং ধর্মীয় মতাদর্শকে ব্যবহার করা হইতেছে। সেটার সঙ্গে মানাইয়ায়ে নেওয়া আর সম্ভব নয়।' নিজের তামিল পরিচয় উল্লেখ করিয়া রঞ্জনা আরও বলেন, 'তামিল ভাষার গরিমা, তামিল সংস্কৃতির ঐতিহ্য আর তামিল অস্মিতার সঙ্গে আপস করা সম্ভব নয়। যাহারা এটা বোঝে না, তাহাদের সঙ্গে থাকা যায় না।গত কয়েকদিন ধরিয়াই 'ভাষাযুদ্ধে'র আবহ তামিলনাড়ুতে। 'দেশের বহু আঞ্চলিক ভাষাকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে হিন্দি।দিনকয়েক আগে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করিয়াছিলেন তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখিয়া তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন জানাইয়াছিলেন, হিন্দি আগ্রাসন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি মানিয়া নেওয়ার জন্য তামিলনাড়ু সরকারকে কার্যত হুমকি দিতেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শিক্ষা সংক্রান্ত অনুদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়াও নাকি জানানো হইয়াছে শিক্ষামন্ত্রীর তরফে। প্রয়োজনে ভাষাযুদ্ধের জন্যও তৈরি তামিলনাড়ু, সাফ জানাইয়াছেন স্ট্যালিন। কিছুতেই জাতীয় শিক্ষানীতি মানিয়া নিবেন না বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছেন তিনি। ডিএমকে প্রধানের কথায়, ২ হাজার কোটি টাকার অনুদানের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতিতে সই করিলে ২ হাজার বছর পিছাইয়া যাইবে তামিল সমাজ। যদি কেউ অন্য ভাষা চাপাইয়া দিতে চায় তাহা হইলে বাধা দিতে

হইবে। বিজেপি অবশ্য স্বভাবতই স্ট্যালিনের অবস্থান নিয়া খোঁচা দিয়াছে। এহেন পরিস্থিতিতে রঞ্জনার দলত্যাগের জেরে অস্বস্তিতে পড়িয়াছে গেরুয়া শিবির।

আর জি কর কাণ্ড স্বাধীন ভারতে এ রাজ্যের সব থেকে কালিমালিপ্ত অধ্যায়", দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এক্স হ্যান্ডলে শুরু ও শেষে ীউইত্তওয়ান্টত্তজাস্টিস' লিখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোমবারের ভূমিকার সমালোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেছেন, "আর জি কর ধর্ষণ কাণ্ড স্বাধীন ভারতে ঘটা পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে কালিমালিপ্ত অধ্যায়।" মঙ্গলবার সকালে সেই বার্তা পুনরায় পোস্ট করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

ওঁদের পোস্টে লেখা, "আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার বোনটি আজও বিচার পাননি। বোন অভয়ার বাবা মা প্রতিদিন বিচারের দাবীতে মহামান্য আদালতের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন। বোন অভয়ার সহকর্মী চিকিৎসকরা এখনো বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত ও সংঘবদ্ধ।

এরকম একটা প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রী ধনধান্য স্টেডিয়াম থেকে সরকারি চিকিৎসকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন যা আদপে চিকিৎসকদের আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করার এক সুস্পষ্ট পরিকল্পিত ছক।

সরকারি চিকিৎসকদের আন্দোলনের ফলে দেশে বিদেশে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ পুড়েছে। রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জীর্ণ দশা দেশের সামনে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে, যা অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অস্বস্তিকর।

আজ সরকারি চিকিৎসকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণার ফলে চিকিৎসকদের বেতন যে যৎসামান্য বেড়েছে তার সাথে যে পরিমাণ সামান্য শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেয় তা যোগ করে মাসের শেষে যে টাকা তারা হাতে পাবেন তা দেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে একই পদে কর্মরত চিকিৎসকরা যে বেতন পান তার থেকে অনেকটাই কম, সুতরাং এই বেতন বৃদ্ধিতে সরকারি চিকিৎসকরা উপকৃত হবেন না। আর নার্স, স্বাস্থ্য কর্মচারীরা ও এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োজিত হাসপাতালের কর্মচারীগণ এই বেতন বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হলেন তাদের বিষয়ে সরকারের কোনও চিন্তাভাবনা রয়েছে বলে মনে হয় না।

এছাড়া সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি চিকিৎসকদের চিকিৎসার কাজ থেকে জোর করে ডেকে এনে একটি সভায় উপস্থিত করালেন। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল গুলিতে রোগীরা পরিষেবা পেলেন না, এতে ওনার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। আসলে তিনি নিজের ভাষণ শোনাতেই চিকিৎসা পরিষেবা থেকে চিকিৎসকদের বিরত রেখে একটি কর্মব্যস্ত দিনে এমন একটি সভা করলেন।

মমতা ব্যনার্জী এছাড়াও প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে 'ফেস্ট' আয়োজন করার জন্য দু"কোটি টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। বিগত দশ বছর ধরে মেডিক্যাল কলেজ সহ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়নি। এত দিন শাসকদলের ছাত্র নেতারা ফেস্টের টাকা নয়ছয় করতো, এ বার মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির লাইসেন্স দিয়ে দিলেন। রোগী পরিষেবা যেখানে নিম্ন মানের সেখানে এই অনুদান মানানসই? রোগীদের স্যালাইন বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে, সেখানে ২ কোটি টাকা ফেস্টের জন্য অনুদান! এটা কি নির্বাচনের আগে ঘুষ?

আর মন্ত্রী শশী পাঁজার নেতৃত্বে চিকিৎসকদের সংগঠন তৈরি করা আসলে ডাক্তারবাবুদের আন্দোলন থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের সংগঠন ভূমিষ্ঠ করার উদ্যোগ, যা আন্দোলনরত চিকিৎসকদের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন তৈরী করার চক্রান্ত মাত্র।

মমতা ব্যনার্জী আসলে ভয় পেয়েছেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন তার সরকারের অপশাসন, তোষণের রাজনীতির কারণে সমাজের একটা বড়ো অংশের ভোট তার বিরুদ্ধে যাবে, তাই সরকারি চিকিৎসকদের বেতন বৃদ্ধি, মেডিক্যাল কলেজগুলিকে দু"কোটি টাকা এই সব ঘোষণা ২০২৬ বিধানসভার প্রাক্কালে নির্বাচনী বৈতরণী পার করার একটা সুচতুর কৌশল মাত্র।

ীউইত্তওয়ান্টত্তজাস্টিস। "

একুশে ফেব্রুয়ারি যেভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো

সৌরভ সিকদার

অনেক শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছি আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। মায়ের ভাষাকে রক্ষার জন্য রাজপথে আন্দোলন হয়। পাকিস্তানি সরকারি বাহিনীর গুলিতে প্রাণদান করে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা। সালাম- বরকত- রফিক-শফিক-জব্বার আরও কত নাম না-জানা সেসব শহীদের আত্মত্যাগে আমরা ফিরে পাই আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা। জাতিসংঘের স্বীকৃতির ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। একুশে ফেব্রুয়ারি কী করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো সেই গল্পই তোমাদের জন্য আমাদের বাংলা ভাষার জন্য এক দারুণ ব্যাপার ঘটল সেদিন। দিনটি ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইউনেসকোর ৩০তম অধিবেশন বসে। ইউনেসকোর সেই সভায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব পাস হয়। ফলে পৃথিবীর সব ভাষাভাষীর কাছে একটি উল্লেখযোগ্য দিন হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি পায়। বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষা লাভ করে বিশেষ মর্যাদা। ঠিক পরের বছর ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পৃথিবীর ১৮৮টি দেশে এ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন শুরু হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পেছনের ঘটনা জানতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। মহান ভাষা আন্দোলনের দিন হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিবছরই মর্যাদার সঙ্গে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে পালিত হয়ে আসছে। এমনকি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে 'বাংলা ভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে এই দিনটি।

২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করার আগে, দিনটি মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দাবি শোনা যায়। তবে এ বিষয়ে প্রথম সফল উদ্যোক্তারা হলেন কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা-প্রেমিকগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী প্রথমে ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব উপস্থাপন করে। সেখানে তাঁরা বলেন, বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেটা ছিল তাদের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। কাজেই মাতৃভাষা দিবসের দাবিটি খুবই ন্যায়সংগত। মাতৃভাষা-প্রেমিকগোষ্ঠীর এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন সাত জাতি ও সাত ভাষার ১০ জন সদস্য। জাতিসংঘ মহাসচিবের অফিস থেকে এই পত্রপ্রেরকদের জানিয়ে দেওয়া হয়; বিষয়টির জন্য নিউইয়র্কে নয়, যোগাযোগ করতে হবে প্যারিসে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংগঠন ইউনেসকোর সঙ্গে।

এরপর প্রায় এক বছর পেরিয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি ইউনেসকো। কানাডাপ্রবাসী বাঙালি আবদুস সালাম ও রফিকুল ইসলাম (যাঁরা মাতৃভাষা-প্রেমিকগোষ্ঠীর সদস্য) এ বিষয়ে ইউনেসকোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। প্রথমে টেলিফোনে এবং পরে চিঠিতে। ১৯৯৯ সালের ৩ মার্চ ইউনেসকো সদর দপ্তরের ভাষা বিভাগের কর্মকর্তা আন্না মারিয়া একটি চিঠিতে রফিকুল ইসলামকে জানান, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার তোমাদের অনুরোধটি বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার একজন কর্মকর্তার কাছে এই প্রথম বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। আন্না মারিয়া আরও জানান, বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই, ইউনেসকোর পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে সভায় এটি তুলে ধরা হবে। রফিকুল ইসলামকে ইউনেসকো পরিচালনা পর্ষদের কয়েকটি সদস্য দেশের ঠিকানাও পাঠিয়ে দেন মারিয়া। এতে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, কানাডা, ফিনল্যান্ড ও হাঙ্গেরির নাম ছিল। ইউনেসকো সাধারণ পরিষদে বিষয়টি আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হলে কয়েকটি সদস্য দেশের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করা জরুরি। তখন হাতে সময় ছিল খুবই কম। কেননা, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সাধারণ পরিষদের সভা বসবে।

কানাডা থেকে রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিষয়টি রাষ্ট্রের জন্য গর্বের বিষয় মনে করে মন্ত্রণালয় অতি দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর অফিসে অনুমতি চেয়ে নোট পাঠায়। বাংলাদেশ সরকারের ততালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সময়স্বল্পতার বিষয়টি উপলব্ধি করেন। তিনি সব ধরনের জটিলতা উপেক্ষা করে নথি অনুমোদনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ছাড়াই ইউনেসকোর সদর দপ্তরে সরাসরি প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দেন। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেসকো কমিশনের পক্ষে এর সচিব অধ্যাপক কফিলউদ্দিন আহমদের স্বাক্ষরিত সেই প্রস্তাবটি প্যারিসে পৌঁছায়।

তখন ইউনেসকোর নির্বাহী পরিষদের ১৫৭তম অধিবেশন এবং ৩০তম সাধারণ সম্মেলন ছিল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের বিষয়টি নিয়ে ইউনেসকোতে দুটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, ইউনেসকো ভেবেছিল, এমন একটা দিবস পালন করতে গেলে বড় অঙ্কের টাকাপয়সা প্রয়োজন হবে। খরচের কথা ভেবে প্রথমেই প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। একই সঙ্গে ইউনেসকো মহাপরিচালক নামে একে পরিচিত করতে চান। মহাপরিচালক এ জন্য এক লাখ ডলারের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেন এবং দুই বছর পর নির্বাহী পরিষদের ১৬০তম অধিবেশনে একটি সম্ভাব্যতা জরিপের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরার আদেশ দেন।

এর ফলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার বিষয়টি আটকা পড়ে। প্রস্তাবটি কার্যকর হতে কমপক্ষে দুই বছর সময় লাগবে বলে মনে করা হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বাংলাদেশ সরকারের ততালীন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক। তিনি ছিলেন ওই অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা। তিনি অধিবেশনের বক্তব্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাতর্য সবার সামনে তুলে ধরেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পক্ষে জনমতও গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এমনকি উপস্থিত সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হন, দিবসটি পালন করতে প্রকৃতপক্ষে ইউনেসকোর এক ডলারও লাগবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ নিজেরাই নিজেদের মাতৃভাষার গুরুত্ব আলোচনা ও জয়গান গাইতে গাইতে দিনটি পালন করবে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ডকুমেন্টেশন পুস্তিকায় সদস্যসচিব ড. মোহাম্মদ হাননান লিখেছেন, 'শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক একই সঙ্গে কতকগুলো ব্যক্তিগত কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও চালান। এক রাতে তিনি পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের নেতার সঙ্গেও একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। প্রস্তাবটিতে পাকিস্তানের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কারণ, যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন ঘিরে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত হয়েছিল, তাতে পাকিস্তানের মনোভাবে অবশ্যই না-বাচক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা ছিল। এ ছাড়া অন্যান্য মুসলিম দেশ, বিশেষ করে সৌদি আরবের সমর্থনের ক্ষেত্রেও সে দেশের ইতিবাচক ভূমিকা প্রভাব ফেলতে পারত। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে সামরিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ফলে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী সে বছর ইউনেসকো সম্মেলনে যাননি, পাকিস্তানি দলের নেতৃত্ব দেন পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব। বৈঠকে এ এস এইচ কে সাদেক আবিষ্কার করেন, পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব একসময় তাঁর অধীনে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে কাজ করেছেন। আরও মজার বিষয়, পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব বাংলায় চমতার কথা বলতে পারেন। ফলে এ বৈঠক খুবই সফল হলো। তিনি প্রস্তাবটি সমর্থনের আশ্বাস দেন। ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়েও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় তাদের আপত্তি ছিল না। তবে তারা ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছে শিক্ষামন্ত্রী যুক্তি ও আবেগের সঙ্গে এই বিষয়টি তুলে ধরেন যে পৃথিবীতে বাঙালিরা মাতৃভাষার অধিকারের জন্য রক্ত দিয়েছে। সেটা ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে। তখন ইউরোপীয়রা ব্যাপারটা বুঝতে পারে। এভাবে দীর্ঘ প্রক্রিয়া পার হওয়ার পর ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারি লাভ করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা। ইউনেসকোর ঐতিহাসিক সেই অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের মূল প্রস্তাবক ছিল বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব। আর সমর্থন করেছিল আইভরি কোস্ট, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কমোরোস, ডমিনিকান রিপাবলিক, পাকিস্তান, ওমান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, বাহামাস, বেনিন, বেলারুশ, গাম্বিয়া, ভারত, ভানুয়াতু, মাইক্রোনেসিয়া, রুশ ফেডারেশন, লিথুয়ানিয়া, মিসর, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া ও হন্ডুরাস। ১৯৯৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ শুধু বাংলা ভাষার বিশ্ববিজয় নয়; পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বিজয়।

মাতৃত্ববোধের অভাবেই বাঙালির মাতৃভাষা ক্রমশ বিপন্নতার মুখে

স্বপনকুমার মণ্ডল

আমাদের ভাষা নিয়ে আমরা অনেকটাই ভাষাহীন নারবতা পালন করি। যে যেভাবে পারছে, বুঝছে, শুনছে বা দেখছে, সবেতেই হ্যাঁ সূচক সম্মতি চোখেমুখে। বিশেষ করে নিজের ভাষার প্রতি বাঙালি বড় উদাসীন। প্রাচুর্যের উদাসীনতা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বতন্ত্র আভিজাত্যের পক্ষে তা কখনওই গর্বের বিষয় নয়। 'আ মরি বাংলা ভাষা'র প্রতি অমোঘ আবেগ আমাদের উদাসীনতাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সেখানে ভাষা আন্দোলন থেকে দেশোদ্ধার, দেশদেশান্তরে বাঙালির বিস্তৃতি থেকে আন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভৃতি বাংলা ভাষার গৌরব ও সৌরভ যত মুখরিত হয়েছে, ততই তার ভাষা সচেতনতায় উদাসীনতা নেমে এসেছে। প্রাচুর্য গরিমাবর্ধক হলেও তাতে উদাসীনতা অনিবার্য। সেক্ষেত্রে বাঙালির ভাষা জ্ঞান এখন ভাসা ভাসা। মাতৃভাষার সঙ্গে ভাষার পার্থক্যটি সেখানে লোপ পেতে চলেছে। মাতৃভাষার গৌরববোধই তার ভাষিক চেতনায় ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। আসলে মা আর মাতৃত্ব যেমন এক নয়, ভাষা ও মাতৃভাষাও স্বতন্ত্র। রামপ্রসাদী গানের কথায় আছে, "মা হওয়া কি মুখের কথা। কেবল প্রসব করলেই হয় না মাতা" কথাটি ধ্রুব সত্য। জন্ম দিলে মা হওয়ার প্রচলিত ধারণার ফাঁকটি সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে। মায়ের গরিমা তার মাতৃত্বে। সেই মাতৃত্ববোধ সব মায়ের মধ্যে থাকে না। সম্পর্কের আত্মিক যোগে ও তার আন্তরিক বিস্তারেই তার সৌরভ। পশুরাও মা হয়, কিন্তু তাদের মাতৃত্ব অচিরেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কেননা তাদের মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটি শুধু ক্ষণস্থায়ীই নয়, মাতৃত্বও সেখানে অস্বীকৃত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে সেই মাতৃত্বের সম্পর্ক আজীবন থাকে। অন্যদিকে মা হলেই মাতৃত্ব থাকে না। সন্তানের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ নিবিড় না হলে তার মাতৃত্ব জাগে না। সন্তানের মা হলেও সেই মায়ের মাতৃত্ব আত্মসংযোগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সেখানে সম্বন্ধে মায়ের চেয়ে সম্পর্কে মা হওয়া জরুরি। অনেক মা-ই সম্বন্ধে মা হলেও আত্মিক সম্পর্কের অভাবে মাতৃত্বহীন মা হয়ে থাকে। আমাদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে বাংলা শুধু বাংলার ভাষা নয়, বিশ্বের আপামর বাঙালির মাতৃভাষা। বাঙালির অসিত্ত্বের সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ মায়ের সম্বন্ধে নয়, মাতৃত্বের সম্পর্কে। বাঙালিত্বের পরিচয়ে তার মাতৃভাষার অসপত্ন অধিকার।

অন্যদিকে বাংলা একটি অভিজাত ভাষা, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার শিল্প- সাহিত্যের বিস্তার ও বৈভব আবিশ্ব পরিচিত। কিন্তু সে আভিজাত্য যেভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়েছে, সেভাবে বাঙালির মুখে বিকশিত হয়নি। আমাদের ভাষার ঐশ্বর্য বিস্তারের দিকে যতটা আমরা মুখিয়ে থাকি বা থাকতে ভালোবাসি, ততটা অন্যদের ভাষার ঐশ্বর্যকে আপন করায় সক্রিয় হতে পারিনি। অনুবাদের মাধ্যমে সেসব সম্পদ স্বদেশীয় ভাষায় আজও অধরা মাধুরী। বাংলাদেশের পক্ষে যাকিছু হয়েছে, এপার বাংলায় তাও লক্ষ করা যায় না। এজন্য বাঙালির আপনাতে আপনি তুষ্ট প্রকৃতি নিজের ভাষার ক্ষেত্রে শুধু উদাসীনতাই বয়ে এনেছে, বাংলাকেই বাঙালি মাতৃভাষার পরিবর্তে ভাষা করে তুলেছে। এই মানসিকতার মূলেই রয়েছে নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে আত্মিক সংযোগের তীব্র অভাব। সেখানে ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার পার্থক্য বোঝা যায় না। অন্যদিকে মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতায় তার ভাষিক চেতনায় আত্মিক যোগের অভাবে তার আভিজাত্যবোধ জেগে ওঠে না, উল্টে কাজের ভাষার চাহিদায় মাতৃভাষার প্রতি বিমুখতা স্বাভাবিক মনে হয়। বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই তা প্রতীয়মান। বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালির মায়ের যোগ অমর একুশের দৌলতে মুখর হলেও তা অন্তরে স্থায়ী হতে পারেনি। কেননা মায়ের সম্বন্ধ অনাদরে উপেক্ষায় একসময় লোকে ভুলে যায়, মনে রাখতে চায় না। অথচ মাতৃত্বের স্মৃতি আজীবন বহন করে, আপন করে রাখে আজীবন। সেই মাতৃত্বের অভাবে অমর একুশে, উনিশে মে বা ১ নভেম্বরের গৌরব আমজনতার মধ্যে বিস্তার লাভকরেনি, শিক্ষিত সুধীজনের মধ্যেও তার পরিচয় আন্তরিক নয়। সেখানে মাতৃত্বের পরশে মাতৃভাষার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বা আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার আন্তরিকতার বড় অভাব। 'কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,। বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'র অন্ধ আনুগত্য বা 'তোমার গরবে, গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে'র আত্মিকতাও কোনোটাই জরুরি নয়। কেননা তার আনুগত্যে আবেগ আছে, যুক্তি নেই। তার আত্মিকতায় একাত্মতা আছে, স্বতন্ত্র সৌরভ নেই। সেখানে আমার মাতৃভাষা আমার অস্তিত্বই শুধু নয়, সন্তানের কাছে সবার সেরা মায়ের মতো গৌরব তার। বাঙালির মাতৃভাষার চেতনায় সেই আত্মিক অস্তিত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ববোধ দুটিরই সক্রিয়তার অভাব এখন আরও প্রকট।

> বাঙালিদের ক্ষেত্রে যেখানে নিজের মায়ের প্রতিই তীব্র উদাসীনতা বর্তমান, সেখানে অবাঙালিদের মধ্যে প্রত্যাশা কল্পনাতীত। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বাঙালির উগ্রতা কাম্য নয়, আবার উদাসীনতাও নয়, জরুরি মাতৃত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মিক যোগ। সে যোগের অভাবে বাংলাও ক্রমশ বাংলা ভাষায় আত্মগোপন করে চলেছে, বাঙালির মাতৃভাষার ঐতিহ্যকে বিস্মৃতি ঘটিয়ে, ভাবা যায়!

উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে বনেদি আভিজাত্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই ভাষা বিশ্বের একটি সমৃদ্ধিশালী ভাষায় পরিণত হয়েছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষায় পরিণত হয়েছে, আবার তাতে নির্বিকার উদাসীনতাও নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেখানে বাঙালির ভাষা নিয়ে কোনো রূপ অস্মিতাবোধে আভিজাত্য প্রকাশ পায় না, নিজের মাতৃভাষার মধ্যেও নিজের ভাষা খুঁজে পায় না। শ্রেষ্ঠত্ববোধে পারলে ইংরেজির মতো বিজাতীয় ভাষাতে বাঙালিই বাংলা ভাষার দীনহীন অস্তিত্বকে জাহির করে। আসলে বাঙালিদের সঙ্গে তার মাতৃভাষার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে। এজন্য পুরনো ধারণাতেই বাংলা ভাষার গর্ব ও গৌরবের ঐতিহ্যের ধারাকে আমরা অভ্যাসের বশে বয়ে চলেছি, নতুন করে আর 'মোদের গরব, মোদের আশা। আ মরি বাংলা ভাষা'র আবেদনকে নিবিড় করতে পারি না। সেখানে বাংলা ভাষার দীনতা নয়, বাঙালির মনের হীনতাবোধই দায়ী। শ্রদ্ধাবোধের অভাব হলে অনাদর বা উপেক্ষাই শুধু স্বাভাবিক হয়ে আসে না, উদাসীনতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে, দুর্বলতাও সক্রিয় হয়। সেই বাঙালির মাতৃভাষার সেই শ্রদ্ধাবোধের অভাবের মূলে তার সেই মাতৃত্ববোধের তীব্র সংকট। তার মায়ের সম্বন্ধ মাতৃত্বের সম্পর্কে পৌঁছায় না। শৈশবের মাতৃত্বকে মানুষ আজীবন মনের

মঙ্গলবার আগরতলায় এসইউসিআই'র উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

অ্যাডভান্টেজ আসামের দ্বিতীয় পর্বে বিনিয়োগ পরিকাঠামো শিখর সম্মেলন ২০২৫ — এর উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ : আসামের গুয়াহাটিতে আজ অ্যাডভান্টেজ আসাম দ্বিতীয় পর্বের বিনিয়োগ পরিকাঠামো শিখর সম্মেলন ২০২৫ — এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত ভবিষ্যতের নতুন যাত্রাপথে আজ শরিক। অ্যাডভান্টেজ আসাম — এর এই বৃহদায়তন উদ্যোগ বিশ্বের সঙ্গে আসামের অগ্রগতি ও সম্ভাবনার এক অবিশ্বাস্য যোগসূত্র গড়ে তুলবে। ভারতের বিকাশের পথে ইতিহাস পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমরা বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল তাদের প্রকৃত সম্ভাবনার দ্বারকে এর মাধ্যমে উন্মুক্ত করার সুযোগ পাবে। এই বিরাট অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি আসাম সরকার ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ২০১৩ সালে তাঁর কথার পুনরুল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন, সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন আসামের 'এ' রীতি হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি বলেন, বিশ্ব জুড়ে অনিশ্চিয়তা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা যে বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করেন, তা হ'ল — ভারতের দ্রুত বিকাশ। প্রধানমন্ত্রী জোরের সঙ্গে বলেন, আজকের ভারত এই শতাব্দীর আগামী ২৫ বছরের দিশাদর্শী হয়ে এগিয়ে চলেছে। ভারতের তরুণ প্রজন্মের প্রতি বিশ্বের প্রভূত আস্থার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই তরুণ প্রজন্ম দক্ষতা নিবিড় এবং উদ্ভাবনী রণকৌশলসম্পন্ন হয়ে উঠছে। ভারতের উদ্ভূত নব-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর আস্থা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দরিদ্রাবস্থা থেকে উত্থান তাঁদের মধ্যে এক নতুন আশার আলো জাগিয়েছে। ১৪০ কোটির দেশ ভারতের প্রতি বিশ্বের আস্থার কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নীতিগত পরম্পরা। শ্রী মোদী সংস্কার রূপায়ণের পথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সরকারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেন, ভারত স্থানীয় সরবরাহ-শৃঙ্খলকে সুদৃঢ় করছে এবং বিশ্বের অনেক এলাকার সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে প্রবেশ করছে। পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ সংযোগ ব্যবস্থা এবং নতুন ভারত - মধ্যপ্রাচ্য — ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।

ভারতের প্রতি বিশ্বের বর্ধিত আস্থার কথা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসামের এই সমাবেশেই তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। ভারতের বিকাশের ক্ষেত্রে আসামের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম অ্যাডভান্টেজ আসাম শিখর সম্মেলনের সময় আসামের অর্থনীতি মূল্য নির্ধারিত ছিল ২ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকায়। আজ আসাম অর্থনীতির পথে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করে রাজ্যের অর্থনীতিকে ৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে দিয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার জন্য। কেবল ছ'বছরের মধ্যে আসামের অর্থনীতির দ্বিগুণ প্রসার ঘটেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকায় এই পথ সুগম হয়েছে বলেও তিনি জানান। আসামে বহুল বিনিয়োগ এই রাজ্যকে এক অপরিসীম সম্ভাবনার রাজ্য হিসেবে পরিগণিত করেছে। তিনি বলেন, আসাম সরকার শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ এবং উন্নত বিনিয়োগের বাতাবরণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। সংযোগ সম্পর্কিত পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নানাবিধ কাজ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের আগে ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে তিনটি সেতু ছিল, যা গড়ে উঠেছিল ৭০ বছর ধরে। অথচ, কেবল গত ১০ বছরে ৪টি নতুন সেতু গড়ে তোলা হয়েছে। একটি সেতুর নামকরণ হয়েছে ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকার নামে। তিনি বলেন, ২০০৯ থেকে ২০১৪'র মধ্যে আসামে গড় রেল বাজেট বরাদ্দ ছিল ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু, তাঁদের সরকার এই রেল বাজেট বরাদ্দ চার গুণ বৃদ্ধি করে আসামের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা করেছে। আসামে ৬০টি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে এবং এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই প্রথম গুয়াহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে সেমি-হাইস্পীড ট্রেন চলছে।

আসামে বিমান সংযোগের ব্যাপক প্রসারের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সাল পর্যন্ত কেবলমাত্র ৭টি রুটে বিমান পরিষেবা পাওয়া যেত। আর এখন তা প্রায় ১৩টি রুটে প্রসারিত। বিমান সংযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আঞ্চলিক অর্থনীতির যেমন প্রসার ঘটেছে, তেমনই যুবসম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, এই উন্নয়ন কেবলমাত্র পরিকাঠামো ক্ষেত্রেই থেমে থাকেনি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন ঘটেছে। বিগত এক দশকে অসংখ্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত ছিল।

ব্যবসায় স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের উদ্দেশ্যই হ'ল — শিল্পের প্রসার ঘটানো এবং উদ্ভাবনী সংস্কৃতির মনোভাব গড়ে তোলা। স্টার্টআপ — এর ক্ষেত্রে সরকারের অসাধারণ নীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নতুন নির্মাণ সংস্থা এবং এমএসএমই-গুলির জন্য পিএলআই প্রকল্প এবং কর ছাড়ের সুযোগ গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের বিনিয়োগের এক বৃহদাংশ দেশের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও শিল্প পরিকাঠামো এবং উদ্ভাবনী ক্ষেত্রের মেলবন্ধনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের অগ্রগতির তা এক ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। আসামেও এর সুফল প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে আসাম ১ লক্ষ বিলিয়ন ডলার অর্থনীতির রাজ্য হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্য নিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে আসামকে উল্লেখ করে এই লক্ষ্য পূরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। শ্রী মোদী বলেন, সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল রূপান্তরমূলক শিল্পোন্নয়ন প্রকল্প 'উন্নতি'র সূচনা করেছে। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আসাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিল্প, বিনিয়োগ ও পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটবে। আসামের অপরিসীম সম্ভাবনা ও এই প্রকল্পে সুযোগ নেওয়ার জন্য তিনি শিল্পপতিদের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসামের বিরাট সম্ভাবনার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হ'ল — আসামের চা। বিগত ২০০ বছর ধরে যা এক বিশ্ব ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব জুড়ে স্থিতিশীল সরবরাহ-শৃঙ্খলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, ভারত নির্মাণ ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লক্ষ্য-ভিত্তিক কর্মসূচির সূচনা করেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সাশ্রয় মূল্যে উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ওষুধ ক্ষেত্র, ইলেক্ট্রনিক্স, গাড়ি নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি এর এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এগুলি কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ চাহিদাই মেটাচ্ছে, তা নয়। বিশ্ব বাজারের চাহিদা মেনে আন্তর্জাতিক মান রক্ষায় তা অনুরূপ সক্ষম হয়ে উঠেছে। নির্মাণ ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন ঘটাচ্ছে আসাম, বলে উল্লেখ করেন শ্রী মোদী।

বিশ্ব বাণিজ্যে আসাম সবসময়েই এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এসেছে একথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তটবর্তী প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের ৫০ শতাংশই আসে আসাম থেকে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আসামের শোধনাগারগুলির ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলেক্ট্রনিক্স, সেমিকন্ডাক্টর এবং পরিচ্ছন্ন শক্তি ক্ষেত্রে আসাম দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে বলেও তিনি জানান। সরকারি নীতির ফলে আসাম স্টার্টআপ সহ উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের হাব হয়ে উঠছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক বাজেটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বাজেটে ন্যামরাপ-৪ প্ল্যান্টের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই ইউরিয়া উৎপাদন প্ল্যান্টটি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দেশে আগামী দিনের প্রয়োজন মেটাবে। তিনি বলেন, সেদিন আর বেশি দূরে নেই, আসাম পূর্ব ভারতের এক বৃহৎ নির্মাণ হাব হয়ে উঠবে। আসাম সরকারের এই লক্ষ্য অর্জনে কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম সহায়তা যোগাচ্ছে বলে তিনি জানান।

একবিংশ শতাব্দীর অগ্রগতি ডিজিটাল বিপ্লব উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যত বেশি করে নিজেদের প্রস্তুত করব, আন্তর্জাতিকভাবে ততই সক্ষম হয়ে উঠব। সরকার একবিংশ শতাব্দীর নীতি ও কৌশল নিয়ে এগিয়ে চলেছে বলে তিনি জানান। ইলেক্ট্রনিক্স ও মোবাইল উৎপাদনে বিগত এক দশকে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এই সাফল্যকে সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে দিতে চান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সেমিকন্ডাক্টর নির্মাণে আসাম এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি সাম্প্রতিক আসামের যোগী রোডে টাটা সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্ট ফেসিলিটি কেন্দ্রের উদ্বোধনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই দশকের শেষে ইলেক্ট্রনিক ক্ষেত্রের উৎপাদন মূল্য ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে। সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে ভারত এক বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এতে লক্ষ লক্ষ যুবকের কর্মসংস্থান ও আসামের অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে।

পরিবেশগত দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে ভারত বিগত এক দশকে নীতিগত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব এখন ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির মডেলকে বাস্তবোচিত মডেল বলে মনে করে। সৌর, বায়ু এবং সুস্থায়ী শক্তি ক্ষেত্রে বিগত এক দশকে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে পরিবেশগত দায়বদ্ধতাই রক্ষা হচ্ছে তাই নয়, দেশের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে ভারতের লক্ষ্যমাত্রার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন বার্ষিক গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণের পথে দেশ এগিয়ে চলেছে। দেশে বর্ধিত গ্যাস পরিকাঠামোর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সামগ্রিক গ্যাস-নির্ভর অর্থনীতি দ্রুত বিকাশলাভ করছে। এক্ষেত্রে আসামের বিরাট সুবিধা রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে আসাম নেতৃত্বের আসনে বসুক, বলে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদী। আসামের সম্ভাবনার সার্থক রূপায়ণের জন্য শিল্প নেতৃত্বকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পূর্ব ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব ভারত পরিকাঠামো, লজিস্টিক্স, কৃষি, পর্যটন ও শিল্প ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব অনতিবিলম্বেই ভারতের উন্নয়নযাত্রায় এই এলাকাকে শরিক হতে দেখবে। গ্লোবাল সাউথ — এ ভারতকে সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে আসামও যাতে অনুরূপ শরিক হতে পারে, সেজন্য সম্মিলিত যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিকশিত ভারতের যাত্রাপথে বিনিয়োগকারী ও শিল্প নেতৃবৃন্দের প্রতি গভীর আস্থা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবসময়ে তিনি তাঁদের পাশে থাকবেন।

আসামের রাজ্যপাল শ্রী লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড: এস জয়শঙ্কর, শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী পবিত্র মার্গারিটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপালের

সিমলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপালের। বুধবার মহাশিবরাত্রি। তার প্রাক্কালে মঙ্গলবার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লা।

তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক শক্তি, আত্মশৃঙ্খলা এবং ভক্তির উতব মহাশিবরাত্রি। ''দেবভূমি'' নামে পরিচিত হিমাচল প্রদেশে ভগবান শিবের অনেক মন্দির রয়েছে। রাজ্যের মানুষের জীবনে এই উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীর সমৃদ্ধি কামনা করেন হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লা।

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা রাজস্থানের রাজ্যপালের

জয়পুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন রাজস্থানের রাজ্যপাল হরিভাউ বাগদে। বুধবার মহাশিবরাত্রি। তার প্রাক্কালে মঙ্গলবার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজস্থানের রাজ্যপাল।

তিনি বলেন, মহাশিবরাত্রি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনন্য উৎসব। এই উপলক্ষ্যে ভগবান শিব ও মাতা পার্বতীর কাছে সকলের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন বলেও জানান রাজস্থানের রাজ্যপাল হরিভাউ বাগদে।

চা শিল্পকে চাঙ্গা করতে পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে চাঙ্গা করতে বড় পদক্ষেপ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের দাবি, একদিকে যেমন শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তেমনই বাগান মালিকদের সুবিধার কথাও বিবেচনা করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী তিন বছরের জন্য ৬টি ধুঁকতে থাকা চা বাগান লিজে দেওয়া হচ্ছে। যাতে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ঠিকমতো মাইনে দিতে পারে। একইসঙ্গে চা পর্যটনে জোয়ার আনতে এবং কর্মসংস্থান গড়ে তোলার জন্য জোরাল পদক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরের ছ'টি ধুঁকতে থাকা চা বাগান লিজে দেওয়া হচ্ছে। এই বাগানগুলির কর্মীরা বেতন পাচ্ছিলেন না। সেই বাগানগুলি তিন বছরের জন্য লিজ দেওয়া হচ্ছে। যাতে মালিকরা ভালোভাবে বেতন দিতে পারে। যদি তাঁরা সফলভাবে চালাতে পারেন, কর্মীদের বেতন দিতে পারে, ঠিকমতো প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটি দিতে পারে তাহলে বাগানগুলি ৩০ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হবে। চা বাগানের জমি আইনে বদল ঘটানো হচ্ছে বলে প্রচার করছে কেউ কেউ। যা নিয়ে মমতার পালটা অভিযোগ, "কিছু ভুতুড়ে দল এই মিথ্যে প্রচার করছে।" তিনি জানান, "চা বাগানের জমি আইনে কোনও বদল আনা হচ্ছে না। কোনও চা বাগানে যদি উদ্বৃত্ত জমি থাকে তবে সেই জমিতেই বাণিজ্যিক কাজকর্ম করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ : শ্রীভূমিতে ১২১ কোটি টাকার বিনিয়োগে মউ স্বাক্ষর

শ্রীভূমি (অসম), ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যে অনুষ্ঠিত অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ উপলক্ষ্যে শ্রীভূমি জেলায় আজ মঙ্গলবার ৩২ জন শিল্পোদ্যোগীর সঙ্গে জেলা প্রশাসনের ১২১ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের জন্য মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (মউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে আজ শ্রীভূমি জেলা পরিষদ কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা আয়ুক্ত প্রদীপকুমার দ্বিবেদীর পৌরোহিত্যে জেলার শিল্পোদ্যোগীদের সাথে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০-এর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের মউ স্বাক্ষরিত হয়। এতে মাইন ও মিনারেল সামগ্রী রফতানি, মশলা প্রস্তুত, কাঠের আসবাবপত্র, একক ব্যবহার্য কাপ-প্লেট নির্মাণ, খাদ্য ও পানীয় উদ্যোগ স্থাপন, ফিশারি, কৃষি ও নার্সারি, শুকনো মাছ, মাশরুম চাষ, বেকারি, স্নেকস, আদা পাউডার, হার্ডওয়্যার, জিমনেশিয়াম, টাইলস ও সেনিটারি, গ্রোসারি সোপ, নারসিং হোম, অটোমোবাইল, স্টোন চিপস প্রস্তুত, পানীয় জল প্যাকেজিং, শস্য মিলিং ও প্যাকেজিং, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পশু খাদ্য, কস্টিক সোডা সরবরাহ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হবে।

এর ফলে জেলায় প্রায় ৭৮৪ জনের কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। অনুষ্ঠানে জেলা আয়ুক্ত উদ্যোক্তাদের জেলায় বিনিয়োগের জন্য ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি আরও বেশি বিনিয়োগ করতে আহ্বান রাখেন এবং প্রশাসনের পক্ষে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিল্পপতিদের উদ্যোগ স্থাপনে সফলতার কাহিনিও প্রদর্শন করে দেখানো হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানে জেলা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত উদয়শংকর দত্ত শিলোদ্যোগীদের সাথে মউ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে জেলা পরিষদের সিইও মুন গগৈ, আমদানি-রফতানি সংস্থার সভাপতি অমরেশ রায়, জেলা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার সুশনাথ নাথ, জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক ইফতিখার জামান প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

কুড়িয়ে পাওয়া বোমা ফেটে উড়ল হাত

বীরভূম, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কুড়িয়ে পাওয়া বোমা নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার দুপুরে সেই বোমা ফেটেই উড়ল হাত। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মাড়গ্রামে। জখম ওই ব্যক্তির নাম রংলাল মাল। ওই ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাড়গ্রামের বামদেবপুরে রংলাল মালের বাড়ি। তাঁর মাটির দোতলার কোঠাবাড়ির উপরের অংশে ঘুঁটে মজুত রাখা ছিল। তিনি ওই উপরের অংশ পরিষ্কার করছিলেন। সেখানে রাখা একটি বোমায় কোনওভাবে আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সেটি ফেটে যায়। প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে আশপাশের এলাকা। বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা সেখানে ছুটে আসেন।

দোতলার ওই অংশে রক্তাক্ত ওই ব্যক্তিকে ছটফট করতে দেখা যায়। বোমা বিস্ফোরণে বাঁ হাতের কবজির অংশ উড়ে যায়। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিস্ফোরণের তীব্রতায় ওই ঘরের মেঝের অংশে গর্ত তৈরি হয়েছে বলে খবর। মাড়গ্রাম থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঋদ্ধিমান সাহাকে সংবর্ধনা জানাবে সিএবি

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহাকে সংবর্ধনা জানানো হবে। আগামী রবিবার (২ মার্চ) ইডেন গার্ডেন্সে। ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি)-র মঙ্গলবার এই ঘোষণা করা হয়েছে। ঋদ্ধিমান সাহার অসামান্য অবদানের জন্য এই সংবর্ধনা জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নরেশ ওঝা এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

PNIe-T NO:- 160/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25
Dated: 19/02/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) of TKE make Lift / Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider or the firm having license/authorization issued by Government for maintenance of lifts or any reputed firm having specified experience in maintenance of lifts for the following work:
Name of work: Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 03 (Three) Nos. 26 passengers capacity, Bed Cum Passenger Lifts (Thyssenkrupp make) for 03 (Three) years at IGM Hospital (G+6) Emergency Building, Agartala
1. Estimated Cost: Rs 45,31,110.00
2. Earnest Money: Rs 90,622.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 11/03/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/4035/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

NOTICE INVITING QUOTATION FOR HIRING OF VEHICLE

Police Accountability Commission, Tripura invites sealed quotation from the interested lawful owners/ proprietors/ agencies having valid registration & commercial licence of the Transport Authority of Tripura for hiring of a Maruti Eeco/ Maruti Wagon-R vehicle white in color not manufactured before the year 2024 in good running condition within the ceiling rate of Govt. of Tripura for hiring of vehicle.
Interested bidder may be seen detail terms & conditions from the O/o. the Police Accountability Commission, Tripura, Govt. Qtr. No.VI/14, Shyamalibazar, Kunjaban Township, Agartala on any working day during the office hours. The same can also be seen in the website www.tripura.gov.in & www.pac.tripura.gov.in.
Last date of submission of sealed quotations by hand/post/ courier service is 12th March, 2025 upto 2.00 pm.
ICA/C/4033/25

(Shri Ratan Biswas, IAS)
Secretary, PAC,
Tripura, Agartala.

योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाडा
School of Planning and Architecture, Vijayawada
An Institute of National Importance, Ministry of Education, Govt. of India
Survey No.4/4, ITI Road, Vijayawada – 520 008, AP., India.

No. 1/SPAV/Acad/PhD/Admission/PhD Date.26/02/2025

NOTIFICATION FOR ROLLING ADMISSIONS FOR DOCTORAL PROGRAMMES FOR THE ACADEMIC YEAR 2025-26

SPA Vijayawada announces rolling advertisement and invites applications for admission into **Doctoral Programmes (Part Time & Full Time PhD) in Architecture, Planning, and Building Engineering and Management, under various categories.** For further details like last date for receipt of applications, fee structure, application fee and process of admission, please log on to our website - **www.spav.ac.in** Sd/- Registrar

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e- 27/AGRI/EE/MECH/2024-25

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Department of Agriculture & F.W, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 06/03/2025.

SL. NO.	DNIT NO.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last Date & Time of e-Bidding	Bid opening date	Eligibility of the bidder
1.	e-15 /AGRI/EE(M)/2024-25	Procurement of 01 (One) No. Vehicle of Brand **"TOYOTA"** and approved Model **"TOYOTA INNOVA CRYSTAL GX+8STR"** for the Directorate of Agriculture & FW, Govt. of Tripura under" Award Money from Govt. of India" lying with the Director, T-SAMETI	Rs. 23,83,238.00	Rs.1,000/-	Rs.47,665/-	06/03/2025 up to 3.00 PM	06/03/2025 at 4.00 P.M (if possible)	From the Original Equipments Manufacturer (OEM)/ Authorized Distributor / Authorized Dealer of OEM for participation in the tender.

From the Original Equipments Manufacturer (OEM)/ Authorized Distributor / Authorized Dealer of OEM for participation in the tender.
Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.
ICA/C-4049/25

(Er. Sumanta Nandi)
Excutive Engineer (Mech.)
Deptt. of Agriculture & FW.
Office Lane, Agartala

PRESS NOTICE INVITING eTENDER No:-27/EO/TRRDA/ 2024-25 date: 20/02/2025

The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system for Special repair of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in the Dhalai District of for 04 number of package (1 road work in each package) with estimated cost of Rs. 1585.17 lakh from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway / Other State PWD/ Central & State Public Sector undertakings*.
Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 20/02/2025 (dd/mm/yyyy)
Availability of Bid Documents and mode of submission: The bid document is available online and should be submitted online in www.pmgsytenderstrp.gov.in. The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www.pmgsytenders.gov.in
Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAS can use the same in this tender
Last Date/Time for receipt of bids through e-procurement: 14/03/2025 upto 15:00 HRS. For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in
dm 102/2015
Empowered Officer, Tripura RRDA 7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala*
*Non-registered bidders may submit bids; however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract.
ICA/C-4029/25

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কেন মহাকাশ থেকে ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী গুনছেন বিজ্ঞানীরা?

ভিক্টোরিয়া গিল

সাগরের জলের রং হালকা বদলে গেলে সাধারণ চোখে কি তা টের পাওয়া যায়? কেন জলের রং পাল্টালো সেটাও কি চট করে বোঝা বা বলা সম্ভব? কিন্তু মহাকাশ থেকে দেখেই সেটা বলতে পারছেন বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

রংয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরে অ্যান্টার্কটিকার অতিক্ষুদ্র, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক প্রাণীর সংখ্যা গণনার কাজ করা সম্ভব হবে বলে দাবি করেছেন তারা। এই গণনার কাজ চলছে মহাকাশ থেকে, উপগ্রহের মাধ্যমে। গবেষণর মূল লক্ষ্যবস্তু---অ্যান্টার্কটিক ক্রিল। ক্রিল প্রজাতির এই প্রাণী যার দেখা মেলে দক্ষিণ মহাসাগরে। পূর্ণাঙ্গ বয়সে কেবল কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা এই প্রাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীব। সাগরে এর উপস্থিতি বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। তিমি, পেঙ্গুইন, সীল ও সামুদ্রিক পাখিসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর খাদ্য অ্যান্টার্কটিক ক্রিল।

তবে সংরক্ষণবাদী বিজ্ঞানীরা এই বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন যে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং নির্বিচারে মাছ ধরার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এই প্রজাতির ওপর।

বিজ্ঞানীদের মতে, এই ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক প্রাণীর নিরীক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি নতুন উপায়। ওয়ার্ল ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড, ইউকে (ডাব্লুডাব্লিউএফ ইউকে)-এর প্রধান মেরু উপদেষ্টা রড ডাউনি বলেছেন, 'দক্ষিণ মহাসাগরের সুপারহিরো হলো অ্যান্টার্কটিক ক্রিল।' এরা ক্ষুদ্র, অজ্ঞাত নায়ক যারা অবিশ্বাস্য সামুদ্রিক জীবনকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন এবং মাছ ধরা এদের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, ডাব্লুডাব্লিউএফ একটি দাতব্য সংগঠন যারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত। ইউনিভার্সিটি অফ স্ট্র্যাথক্লাইড, ডাব্লুডাব্লিউএফ এবং ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের (বিএএস) গবেষকরা অ্যান্টার্কটিকার সমুদ্রে কী পরিমাণ ক্রিল রয়েছে তা খুঁজে বের করার জন্য একটি নতুন উপায় খুঁজে বের করেছেন। এই কাজের জন্য তারা উপগ্রহ ব্যবহার করছেন। মহাকাশ থেকে মূলত সাগরের পানির রঙের তারতম্যকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সাগরের পানি কতটা আলো শোষণ করছে তার মধ্যে সূক্ষ্ম তারতম্য নির্ভর করে ওই জলে কতগুলো ক্রিল সাঁতার কাটছে তার ওপরে। স্ট্র্যাথক্লাইড ইউনিভার্সিটির ড. কথ ম্যাক্যারি অ্যান্টার্কটিকায় সাগরের জলের রঙের পরিবর্তন দেখতে ক্রিল ধরেছিলেন। বিষয়টি বিশদে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'প্রথমে আমরা শুধু সাগরের পানি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করি। তারপর একটি করে ক্রিল ওই জলের যোগ করতে থাকি এবং পরিমাপ করি (জল কতটা আলো শোষণ করল)। তারপর আমরা আরও একটি ক্রিল ওই জলে যোগ করি এবং আরও একবার পরিমাপ করি।' এইভাবেই পরিমাপ চলতে থাকে। গবেষকরা জানিয়েছেন, ক্রিলের সংখ্যার ঘনত্ব সাগরের পানির রংকে কীভাবে পরিবর্তন করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। এই বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করেই উপগ্রহের মাধ্যমে মহাকাশ থেকে তোলা ছবির সাহায্যে ক্রিলের জনসংখ্যা গণনার কাজ চলে। বিশ্বের একটি বিরাট অংশের প্রাণীর খাদ্য হলো ক্রিল। এই তালিকায় রয়েছে বিশালাকার তিমি যারা হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে অ্যান্টার্কটিকায় পৌঁছায় ক্রিলের সন্ধানে। একটি "সুস্থ" মহাসাগরের ভিত্তিও কিন্তু এই ক্রিল। বলা যেতে পারে এটি একটি চক্রের অংশ। এমন বলার কারণ তিমিরা ক্রিল খায়। আবার ক্রিল সমুদ্রের বরফে বসবাসকারী আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ খায়, আবার সেই উদ্ভিদগুলো বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণায়ন সৃষ্টিকারী কার্বন শোষণ করে। আবার তিমি মলত্যাগ করলে তা সামুদ্রিক উদ্ভিদকে নিষিক্ত করতে সাহায্য করে। এই উদ্ভিদ আবার এই গ্রহকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। বর্তমানে সংরক্ষণ বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ওই চক্র ব্যাহত হতে পারে। এর প্রভাব গিয়ে পড়তে পারে ক্রিলের ওপর যা ওই প্রজাতিকে অসংরক্ষিত করে তুলতে পারে। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মি. ডাউনি বলেছেন, 'আমাদের জরুরি ভিত্তিতে মৎস্য চাষের বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে হবে। একইসঙ্গে ক্রিলের বাসস্থানকেও সামুদ্রিক সুরক্ষিত এলাকার নেটওয়ার্কের মধ্যে রক্ষা করতে হবে।' '(এই প্রকল্প) এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির নিরীক্ষণ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে বলে আমরা মনে করি।'

রাতে ঘুম না আসলে কোন কাজগুলো করতে নেই

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছেন, কিন্তু ঘুম আসছে না? মাঝ রাতে চট করে ঘুম ভেঙে গেলো, এরপর আর চোখের পাতা এক হচ্ছে না? নিদ্রাহীনতা বা অনিদ্রা এমন এক সমস্যা, যে সমস্যায় অনেকেই জীবনের কোনো না কোনো সময় ভুগেছেন বা এখনও ভুগে চলেছেন। অনিদ্রা কারও কারও জন্য প্রবল সমস্যা হিসেবেও আবির্ভূত হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। মানুষ কেন অনিদ্রায় ভোগে--এর পেছনে বেশকিছু কারণ থাকে। বার্ধক্যের প্রভাব, রাতে বার বার প্রস্রাব, মেনোপজ বা রজোনিবৃত্তি বা রাতের পালার কাজ------এরকম নানা বিষয় অনিদ্রা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এসব সমস্যার ক্ষেত্রে কখন চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে সেটাও জানা থাকা জরুরি। বিবিসি'র ইনসাইড হেল টিম এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে বেশ কয়েকটি পরামর্শ খুঁজে পেয়েছে। অনিদ্রায় বিশেষজ্ঞরা নিজেরা কী করেন?

'আমি ঘুমাতে পারছি না, এর খুব স্বাভাবিক কারণ হতে পারে আমার মস্তিস্ক কোনো কারণে বিরক্ত হয়ে আছে অথবা আমি খুব দুশ্চিন্তা করছি। এরকম হলে আমি একটি বই নিয়ে পড়তে শুরু করি এবং একটু হালকা অনুভব করার আগ পর্যন্ত পড়তে থাকি।' কথাগুলো বলছিলেন সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ড. ফেইথ অর্চার্ড। লন্ডনের রয়াল ব্রম্পটন হাসপাতালের স্লিপ মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ব্রিটিশ স্লিপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ড. অ্যালি হায়ার বলেন, 'আমি যখনই অনিদ্রায় ভুগি এর প্রধান কারণ হয় আমার স্বামী বিছানায় বার বার পাশ ফিরছে বা জোরে জোরে নাক ডাকছে। তাই আমি "স্লিপ ডিভোর্স" পদ্ধতি বেছে নেই এবং অন্য একটি ঘরে ঘুমাতে চলে যাই।' অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্লিপ মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক কলিন ইসপি বলেন, 'ঘুম না আসলে আমি বিছনা ছেড়ে উঠে যাই এবং আবার নতুন করে এসে শুই। এটা একটা রিবুট সিস্টেমের মতো কাজ করে।' 'সাধারণত মাথায় কোনো চিন্তা ঘোরাফেরা করার কারণেই অনিদ্রা দেখা দেয় এবং এটা বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই সত্যি।'

অনিদ্রার উপসর্গ কী? মিজ ইসপির মতে, 'যদি ঘুম না আসার সমস্যা এক রাতের পর কয়েকদিন ধরে হতে থাকে এবং এরপর কয়েক সপ্তাহে গড়ায়, এভাবে তিন মাস বা তার বেশি সময় পার হয়ে যায়, তাহলে আমরা এই অবস্থাকে অনিদ্রা বা ইনসমনিয়া বলি।' অনিদ্রার সমস্যাটি কয়েক ধরনের হতে পারে বলে ব্যাখ্যা করেছেন ড. অর্চার্ড। তিনি বলছেন, 'ঘুম না আসা প্রাথমিক উপসর্গ। কিন্তু বাস্তবে আরও কিছু লক্ষণ রয়েছে। মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকা, এক বার ঘুম ভাঙলে আর ঘুম না আসা, ভোর পর্যন্ত জেগে থাকার পর আর ঘুম না আসা এগুলোও অনেকের জন্য অনিদ্রা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।' ড. হেয়ারের মতে, অনিদ্রার লক্ষণগুলো খুবই সাধারণ এবং ৫০ শতাংশ মানুষের জন্য তা একইরকম। সপ্তাহে যদি তিন রাত ঘুমানোর ক্ষেত্রে কারও সমস্যা হয় এবং তিন মাসের বেশি সময় ধরে এটা চলে, আর রাতে ঘুম না আসার কারণে দিনের কাজে প্রভাব পড়লে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। অনিদ্রা সৃষ্টির আগে মস্তিস্কে কী ঘটে? ঘুমে ঢলে পড়া ও ঘুম থেকে জেগে ওঠার পেছনে দুটি প্রক্রিয়া কাজ করে। ড. অর্চার্ড বলেন, যে হরমোনের কারণে ঘুম সৃষ্টি হয় এবং সারা দিনের কর্মযজ্ঞের ফলে শরীরে যে চাপের তৈরি হয়——এই দুটি প্রক্রিয়ারই পাশাপাশি চলা উচিত। এর মধ্যে কোনো একটার ব্যতিক্রম ঘটলে সমস্যা হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দিনের বেলায় বা বিকেলে এক দফা ঘুমিয়ে নিলে রাতের বেলায় ঘুম আসা কঠিনও হতে পারে।

'এর বাইরেও অনিদ্রার পেছনে বাহ্যিক যেসব কারণ কাজ করে তার মধ্যে অন্যতম হলো দুশ্চিন্তা।' অধ্যাপক ইসপি বলেন, 'ঘুমের ওপর আমরা দারুণভাবে নির্ভরশীল। নানা কিছুর বিবর্তন ঘটলেও ঘুমের ওপর নির্ভরতার পরিবর্তন হয়নি। বরং বলা চলে মানুষ হিসেবে আমাদের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত বড় ও জটিল প্রকৃতির, এর বিশ্রামের জন্যই তুলনামূলক বেশি ঘুমের প্রয়োজন।' 'বিপদ বা যে কোনো ধরনের হুমকির জন্য আমাদের মস্তিষ্কে যে এক ধরনের সতর্কতা তৈরি হয়, যেটা আমাদের ঘুমকে তাড়ানোর কাজ করে, এই প্রবণতাও বিবর্তনের সঙ্গে পাল্টায়নি।' 'দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ আমাদের মস্তিষ্কে এমন একটা অনুভূতি তৈরি করে, যা আমাদের মনে করতে বাধ্য করায়——জেগে না থাকলেই বিপদ!' ড. হেয়ার বলছেন, 'আমি এটা বলবো না যে নির্দিষ্ট প্রকৃতির লোকেরাই অনিদ্রায় ভোগেন, তবে এটাও ঠিক যে দুরারোগ্য ব্যাধি বা মারাত্মক ব্যাথা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের ঘুমের সমস্যা হয়।

এছাড়া দুশ্চিন্তা, হতাশা, উদ্বেগসহ অন্যান্য মানসিক সমস্যার মিথস্ক্রিযার কারণেও অনিদ্রা সৃষ্টি হতে পারে।' ঘুমের পেছনে মানুষের বয়সও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে জানান অধ্যাপক ইসপি। 'বয়সের সাথে সাথে দেহঘড়িও পাল্টে যায়। কত সময় ধরে ঘুম হবে এবং তা কতটা গভীর হবে তা এই দেহঘড়ির ওপরও নির্ভর করে। বয়স বাড়তে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই ঘুমে ব্যঘাত ঘটতে থাকে। একজন কিশোরের জন্য দেরি করে ঘুমিয়ে দেরি করে ওঠায় যতটা না সমস্যা হয়, কিন্তু একজন বয়স্ক মানুষের জন্য আগে আগে ঘুমিয়েও একবার তা ভেঙে গেলে হয়তো আবার ঘুমানোর জন্য বেগ পেতে হয়। ঘুমের ওপর জিনগত প্রভাবও কাজ করে। অধ্যাপক ইসপি যেমন বলছেন, 'খুব সহজেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া বা উত্তেজিত হয়ে পড়ার মতো বংশগত উপসর্গ থাকে। এর সঙ্গে ঘুমের ব্যাঘাতের সম্পর্ক থাকতে পারে।' 'এছাড়া আপনি সকাল সকাল উঠে কাজ শুরু করছেন এবং রাতে দ্রুত ঘমিয়ে পড়ছেন কিনা, বা বেলা করে উঠে কাজ শুরু করে শেষ রাত পর্যন্ত জেগে থাকছেন কিনা—— এরকম প্রত্যাহিত অভ্যাসও ঘুমের আলাদা প্যাটার্ন তৈরি করে।' তবে অনিদ্রার পেছনে একাধিক ও নানা রকম কারণ থাকতে পারে বলেই তার অভিমত। ঘুমাতে না পারলে কী করা উচিত? মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমাদের কী করা উচিত? এ নিয়ে কিছু কুসংস্কার রয়েছে বলে জানান অধ্যাপক ইসপি। 'সকালের দিকে আমাদের ঘুমের প্রবণতা কমে আসতে থাকে। আবার ঘুম ভেড়ে গেলে আমি আবার হয়তো ঘুমাতে পারবো না——এরকম একটা দুশ্চিন্তার আপনার ঘুম নষ্ট করতে পারে।' 'আমার অভিজ্ঞতা বলে, জোর করে কেউ ঘুমাতে পারেন না। স্বাভাবিকভাবেই ঘুম এসে যায়, এর বাইরে যখনই আপনি ঘুমানোর জন্য জোর করে চেষ্টা করবেন- তখনই সমস্যার শুরু হয় বলে আমি সন্দেহ করি।'

'বিশ্বাস করুন আর না করুন, সবচেয়ে ভালো উপায় হলো——ঘুম না আসলে জেগে থাকার সিদ্ধান্তই নেওয়া। ঘুমকে স্বাভাবিকভাবে আসতে দিতে পারেন আপনি,' বলেন তিনি।

খুব সহজ কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করে জীবনের একটি ভালো রুটিন করে নেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন ড. অর্চার্ড। একটি নির্দিষ্ট সময়েই শুতে যাওয়া এবং একটি নির্দিষ্ট সময়েই উঠে পড়ার ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুমানোও গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ককে একটা বার্তা দেওয়া যায় যে এখানেই ঘুমাতে হবে।

সোফায় বা চেয়ারে ঘুমিয়ে যাওয়া যেমন উচিত না, আবার বিছানায় বসে কাজ করাও ঠিক না, পরামর্শ এই বিশেষজ্ঞের। শোয়ার পর ঘুম না আসলে বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়া উচিত এবং আধা ঘণ্টার মতো অন্য কোনো কাজ করার পর আবার বিছানায় ফেরত যাওয়া যেতে পারে বলে মন করেন ড. হেয়ার। ঘুমের ওষুধ খাওয়া কি ঠিক? ড. হেয়ার বা অধ্যাপক ইসপি, এই দুইজনেরও কেউই ও ধরনের ওষুধ খাওয়ার পক্ষপাতি নন। বরং তারা পরামর্শ দিচ্ছেন এক ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক থেরাপির যা মানুষকে তার চিন্তাধারা ও আচরণ পাল্টাতে সাহায্য করবে। এর ফলে অনিদ্রার সমস্যারও উপশম হবে। এ ধরনের থেরাপি (কগনেটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি) ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনে এবং ৫০ শতাংশ মানুষ অনিদ্রা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পান বলে জানান ড. হেয়ার। অধ্যাপক ইসপি বলছেন, এরকম থেরাপি যে ওষুধের চেয়ে বেশ কাজে দেয় সেটা অনেক রোগীই বিশ্বাস করতে চান না। থেরাপির একটি অংশের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, স্লিপ রেস্ট্রিকশন থেরাপি নামে একটি পদ্ধতির পরামর্শ দেই আমরা। এর মাধ্যমে অনিদ্রার রোগীকে একটু দেরি করে ঘুমাতে যাওয়া এবং সকালে একটু আগে আগে ঘুম থেকে উঠতে বলা হয়। কিছু মানুষ অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন যে, শোয়ার আগে ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় ওষুধ খেয়ে তারা ঘুমের ক্ষেত্রে সুফল পেয়েছেন। কিন্তু ড. অর্চার্ড বলছেন, এই বিষয়টি বড় কোনো গবেষণায় প্রমাণিত নয়, বরং ছোটো আকারের কিছু জরিপে এর কথা বলা হয়েছে। মেলাটোনিনের বিষয়টা কী? অনেক দেশে এ ধরনের হরমোনের ওষুধ ফার্মেসিতে গেলেই পাওয়া যায়, আবার কোথাও কোথাও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কেনা সম্ভব।

এ বিষয়ে ড. হেয়ার বলছেন, এই বিষয়টাও অনেকটা ম্যাগনেসিয়ামের ব্যবহার ও তার প্রভাবের মতোই। অনেক সময় হয়তো রোগী মন রক্ষায় এসব ওষুধ লিখে দেন চিকিৎসকরা। ঘুমের ওপর আরও যেসব বিষয় প্রভাব ফেলে ঘুমের আগে কোনো স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকেন? টেলিভিশন, কম্পিউটার নাকি মোবাইল ফোন------কোনটার দিকে তাকিয়ে আছেন সেই যন্ত্রটা নয়, বরং কী রকম আলো আপনার চোখে প্রবেশ করছে এটাই এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ড. অর্ডার্ড বলছেন, আপনি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কী করছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো আপনি ফোনের দিতে তাকিয়ে এমন কিছু দেখছেন যেটা আপনার মস্তিষ্ককে শান্ত করছে, এটায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে না। কিন্তু এমন কিছু যদি দেখেন যা আপনার মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে, সেটা অবশ্যই ঘুম বিঘ্নিত করতে পারে। অনিদ্রার ওপর মেনোপজ, নাইট শিফট বা এলকোহলের কোনো প্রভাব আছে? থাকলে এগুলো কীভাবে প্রভাব ফেলে? ড. হেয়ার বলছেন, মেনোপজ বা রজোবিরতি নারীদের জন্য কঠিন সময় নিয়ে আসে এবং এর কারণে ঘুম বিঘ্নিত হতে পারে। 'মেনোপজের কারণে হট ফ্ল্যাশ হয় এবং এটা ঘুম ব্যাহত করতে পারে। হরমোনের পরিবর্তন, বার বার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন বা মুড চেঞ্জ এগুলো মেনোপজের সঙ্গেই আসে। তবে সংসার বা পরিবারিক চাপসহ অন্যান্য চাপও নারীর শরীরের ওপর এসময় প্রভাব ফেলে। এলকোহলের বিষয়ে ড. অর্চার্ড বলেন, ঘুমের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার গভীরতার যে প্যাটার্ন তৈরি হয়, এটা বদলে দিতে পারে এলকোহল।

'এর আরও কয়েক ধরনের প্রভাব আছে। এলকোহল পান করার পর বারবার টয়লেটে যেতে হতে পারে; শরীরের পেশীগুলো শিথিল হয়ে নাক ডাকার প্রবণতা চলে আসছে পারে; হরমোনের ওপর এলকোহলের প্রভাব থাকায় আবার এটি ঘুম আসা না আসাকেও বদলে দিতে পারে,' বলেন তিনি।

নাইট শিফটের ধকল কীভাবে সামলানো সম্ভব এ ব্যাপারে ড. হায়ার বলেন, এ ক্ষেত্রে যে দিন নাইট শিফট নেই সেসব দিনগুলোতে স্বাভাবিক সময়ে ঘুমের চেষ্টা করতে হবে, পাশাপাশি ছোটো ছোটো ঘুম দিয়ে অভাবটা পূরণ করে নিতে হবে।

এ সময় সর্দি—কাশি থেকে বাঁচতে কী করবেন

ডা. এম আলমগীর চৌধুরী

সাধারণ সর্দি---কাশি মূলত ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে হয় সাধারণ সর্দি—কাশি মূলত ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে হয়ছবি: প্রথম আলো শীত, বসন্ত, গ্রীষ্মসব ঋতুতেই এখন সর্দির সৃষ্টি হয়। অনেক সময় সর্দি লাগলে কানে ব্যথা করে এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। ফলে অনেক সমস্যা, যেমন সাইনোসাইটিস হতে পারে। শীত ও বসন্তে কাশির প্রকোপও বেড়ে যায়। ফলে বুকে ও গলায় ব্যথা দেখা দেয়। অতিরিক্ত কাশিতে ঘুমের ব্যঘাত ঘটে। অনেক সময় কাশির সঙ্গে কফ ও রক্তও বের হতে পারে।

সংক্রমণ ছড়ায় কীভাবে

সাধারণ সর্দি—কাশি মূলত ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে হয়। সাধারণত রাইনোভাইরাস ও অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাসগুলোর সংক্রমণ থেকে হয় এটি। সংক্রমণ মূলত যেসব উপায়ে ছড়ায় তা হলো, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে বাতাসে ছড়ানো ভাইরাসে, সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে, দূষিত বায়ুতে, দূষিত জায়গায় হাত দিয়ে পরে সেই হাত নাক বা মুখে লাগালে। ভাইরাসের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণও হতে পারে। শিশুর ঠান্ডা-সর্দিতে নাজাল স্প্রে বা ড্রপ ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা আছে

লক্ষণ

নাক দিয়ে পানি পড়া।
নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া।
হাঁচি, বিশেষ করে সকালে।
গলাব্যথা বা গলা শুকিয়ে যাওয়া।
চোখ লাল হয়ে যাওয়া বা জল ঝরা।
ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করা।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

সাধারণ ঠান্ডা ও কাশি সাধারণত ৭-১০ দিনে ভালো হয়ে যায়। তবে আরাম পেতে কিছু ঘরোয়া ওষুধের চিকিৎসা করা যেতে পারে, যেমন: ঘরোয়া প্রতিকার: গরম জল ও লবণ দিয়ে গার্গল গলায় ব্যথা ও জীবাণুর সংক্রমণ কমায়। মধু ও আদার রস কাশির আরামদায়ক প্রতিকার। তুলসী ও আদা—চা সর্দি—কাশিতে কার্যকর।

ওষুধের ব্যবহার: জ্বর ও ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল, নাক বন্ধ ও সর্দি কমাতে অ্যান্টিহিস্টামিন, শুকনা ও কফযুক্ত কাশির ধরন অনুযায়ী কাশির সিরাপ, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন সি ও জিঙ্ক এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত ইনফেকশন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে হবে। সতর্কতা ও কখন চিকিৎসক দেখাবেন জ্বর ১০২ ডিগ্রি বা এর বেশি হলে ও তিন দিনের বেশি থাকলে। শ্বাসকষ্ট বা বুকব্যথা অনুভব করলে। ঘন হলুদ বা সবুজ কফ বের হলে। শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী কাশিতে। যদি উপসর্গ ৭-১০ দিনের বেশি স্থায়ী হয়, শ্বাসকষ্ট বা উচ্চমাত্রায় জ্বর দেখা দেয়, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। প্রতিরোধ হাত পরিষ্কার রাখুন, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে থাকুন। পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাবার খান। হাঁচি-কাশির সময় রুমাল বা কনুই দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন। অ্যালার্জিজাতীয় জিনিস থেকে দূরে থাকুন।

নেল এক্সটেনশন তোলার পর নখের দফারফা?

বিয়েবাড়ির মরশুম। এই সময় নেল পার্লারগুলিতে থিকথিকে ভিড়। অনেকেই নেল এক্সটেনশন করাতে ভিড় জমান। কিন্তু লম্বা নখ তুলে ফেলার পর হাতের দিকে তাকাতেই মনখারাপ তন্বীর। দেখার কথা ভেবে সেই সময় নখের যত্ন না নিলেই বিপদ। ১. নেল এক্সটেনশনে বাড়তি নখ তুলে ফেলার পর তা ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। তাই এই সময়ে নখ অতিরিক্ত বড় রাখবেন না। নখের চারপাশে তৈরি হওয়া মৃত কোষ পরিষ্কার রাখুন। এই সময় নখে লেবুর রস লাগাতে পারেন। তাতে নখের ভঙ্গুরতা কমবে। ২. নেল এক্সটেনশন তোলার পরপরই বিভিন্ন রংয়ের নেলপলিশ ব্যবহার করবেন না। তবে জেল নেলপলিশ পরতে পারেন। কমপক্ষে সপ্তাহে দু'বার করে নেলপলিশ পরুন। ৩. নেল এক্সটেনশনের ফলে নখের অল্পবিস্তর ক্ষতি হয়। শুষ্ক হয়ে যায় নখের উপরিভাগ। তাই নেল ক্রিম কিংবা কিউটিকল অয়েল ব্যবহার করুন। তাতে শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ৪. এই সময়ে অবশ্যই খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিতে হবে। আপনার ডায়েটে রাখতে হবে ওমেগা থ্রি, বায়োটিন-সহ অন্যান্য ভিটামিন থাকা আবশ্যক। প্রচুর পরিমাণ জল ও ফল খেতে হবে। অবশ্যই ভিটামিন ই সমৃদ্ধ আভোকাডো, আমন্ড, মিষ্টি আলু খেতেই হবে।

বিরিয়ানি রাঁধার ঝটপট চটজলদি রেসিপি

সঙ্গী কি বিরিয়ানিপ্রেমী? তাহলে নিজে হাতেই রান্না করে সারপ্রাইজ দিতে পারেন। বিরিয়ানি মানেই অনেকে মনে করেন হাজারো ঝক্কি! তবে সহজ পন্থায় রান্না করলেও স্বাদের হেরফের হবে না। কীভাবে রাঁধবেন? ঝটপট জেনে নিন চটজলদি রেসিপি। চিকেন হোক বা মাটন এই এক রেসিপিতেই হবে কেল্লাফতে।

উপকরণ ৫০০ গ্রাম পাঁঠার মাংস, ৫০০ গ্রাম বাসমতি চাল, ৩ টেবিল চামচ টক দই, ২ টো আলু, ৩ টি পেঁয়াজ, ১ টেবিল চামচ হলুদ গুড়ো, লঙ্কা গুড়ো আন্দাজমতো, ২ টেবিল চামচ ঘি, ২ টেবিল চামচ রসুন ও আদা বাটা, আধ কাপ দুধ, চিনি ও নুন আন্দাজমতো, পুদিনা পাতা। প্রণালী তেল ছাড়া বিরিয়ানির মশলাগুলো শুকনো খোলায় অল্প করে ভেজে নিন। তারপর মশলাকে গ্রাইন্ডারে দিয়ে গুড়ো করে নিন। এবার গরম মশলা, দই, আদা বাটা, রসুন বাটা, তেল দিয়ে ভালো করে মাংস মাখিয়ে ম্যারিনেট করুন। বাসমতি চালটাকে এলাচ, দারুচিনি, গোলাপ জল দিয়ে অর্ধেক সেদ্ধ করুন। একটি পাত্রে এক থেকে দু চামচ ঘি গরম করে তার মধে পেঁয়াজ দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। এর মধে গোল করে কাটা আলু দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। তারপর ম্যারিনেট করা মাংস ঢেলে দিন। মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। এরপর আধ কাপ দুধ ও অল্প পরিমাণ চিনি দিন। সেদ্ধ হওয়া বাসমতি চাল ঢেলে ভাল করে নাড়াতে থাকুন। এর উপর বিরিয়ানির মশলা ছড়িয়ে দিয়ে পাত্রটিকে ঢেকে রাখুন। অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রান্না করুন। পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন মটন বিরিয়ানি। শেষে উপর দিয়ে ক্যাওড়া জল আর ভাজা পিঁয়াজ ছড়িয়ে দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিন।

মঙ্গলবার পুলিশ এক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নেশাসামগ্রী সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে।

গভর্নমেন্ট ই মার্কেটপ্লেস (GeM) —এর SWAYATT উদ্যোগের ৬ বছর উদযাপন

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ : চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি গভর্নমেন্ট ই মার্কেটপ্লেস (ওত্রঞ্চ) নতুন দিল্লিতে তার সদর দফতরে ই লেনদেনের মাধ্যমে স্টার্টআপস, মহিলা ও যুব সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা বা ছঠ্ঠখন্ঠন্ডন্ম, ঢদ্রদ্বত্রদ্র ঃ্রদ্রস্ঠ্ঠক্রঙ্খক্ষ্ম স্তুখদ্রষ্ঠখত্ত্ব ঠন্তদ্রন্ডত্ত ক্রন্খদ্র ম্খত্বষ্ঠদ্রদ্র ম্ (ছঢ়ঙ্কু) উদ্যোগের ৬ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় মহিলা নেতৃত্বাধীন উদ্যোগপতি এবং যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ জোরদার করার উদ্দেশ্য নিয়েই ২০১৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ছঢ়ঙ্কু-এর সূচনা হয়। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি করণের ভিত্তিস্তম্ভ ওত্রঞ্চ-এর মধ্যে রয়েছে। ছঢ়ঙ্কু সহজে ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। সেইসঙ্গে স্টার্টআপস, মহিলা উদ্যোগপতি, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং যুব সম্প্রদায় বিশেষ করে সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য বার্ষিক সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি বাজারের সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্যই হল শেষ প্রান্তে থাকা বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ, মহিলা উদ্যোক্তাপতিদের বিকাশ সাধন এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহ জোগানো। অনুষ্ঠানে ওত্রঞ্চ বণিক মহল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রি (চজ্জঙ্খঙ্খজ্জ) লেডিস অর্গানাইজেশন (চজ্জঙ্খঙ্খজ্জ-চজ্রঞ্জ) —এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করেছে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ওত্রঞ্চ মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই মহিলা উদ্যোগপতিদের সরকারি ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ করে দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে। এরফলে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং পণ্যের ভালো দাম মিলবে। ওত্রঞ্চ-এর সিইও এল সত্য শ্রীনিবাস জানিয়েছেন, ছঢ়ঙ্কু-এর সূচনা হওয়ার সময় ওত্রঞ্চ-এ মাত্র ৬,৩০০ মহিলা নেতৃত্বাধীন উদ্যোগপতি এবং ৩,৪০০টি স্টার্টআপস যুক্ত ছিল। পরবর্তী সময় এই প্ল্যাটফর্ম বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, ওত্রঞ্চস্টার্টআপ গুলিকে ৩৫,৯৫০ কোটি টাকার বরাত পূরণ করতে সাহায্য করেছে। ওত্রঞ্চ-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি কিভাবে মহিলা উদ্যোগপতিদের সুযোগ করে দিচ্ছে সেবিষয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চজ্জঙ্খঙ্খজ্জ-চজ্রঞ্জ —এর প্রেসিডেন্ট শ্রীমতি জয়শ্রী দাসভার্মা। তাদের সংস্থার সঙ্গে ওত্রঞ্চ-এর সমঝোতা হওয়ার ফলে মহিলা নেতৃত্বাধীন এমএসই গুলি সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ তিনি।

উমরাংসোতে সিমেন্ট উদ্যোগ স্থাপনে বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে গৌহাটি হাইকোর্টে মামলা

হাফলং (অসম), ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উমরাংসোর নবদি লংকুক্রো গ্রামে সিমেন্ট উদ্যোগ স্থাপনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা কিছুতেই থামতে চাইছে না। গ্রামের বাসিন্দারা সিমেন্ট উদ্যোগ স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলে মহাবিল সিমেন্ট কোম্পানি নবদি লংকুক্রো গ্রামের মানুষের বিরুদ্ধে গুয়াহাটি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন গ্রামের বাসিন্দারা।

গ্রামবাসীরা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ নবদি লংকুক্রো গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে অবৈধভাবে মহাবিল সিমেন্ট কোম্পানিকে জমি বরাদ্দ করেছে। এ থেকেই তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি। গ্রামবাসীরা কোনও অবস্থাতেই সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করতে দেবেন না বলে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন।

তার মধ্যেই উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য মনজিৎ নাইডিং অতি সম্প্রতি নবদি লংকুক্রো গ্রামে গিয়ে জমি খালি করার হুমকি দিয়ে গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ করে গ্রামবাসীরা বলেন, এ ঘটনায় হাফলং সদর থানায় মনজিৎ নাইডিংকে অভিযুক্ত করে এজাহার দাখিল করার পরও পুলিশ তাঁর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

এই অভিযোগ তুলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, উল্টো মহাবিল সিমেন্ট কোম্পানি গৌহাটি হাইকোর্টে নবদি লংকুক্রো গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযুক্ত করে গুণ্ডাবাহিনী তাঁদের কাজে বাধা প্রদান করছে বলে এক মামলা দায়ের করে সিমেন্ট কর্তৃপক্ষকে নিরাপত্তা প্রদান করার আর্জি জানিয়েছে।

গ্রামবাসীরা বলেন, আমরা আমাদের জমি বাঁচাতে পারিনি। এখন আমাদের ভয় তারা করছে, অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ চলছে, এমতাবস্থায় বাইরে থেকে বিভিন্ন কোম্পানি এসে এখানে বিনিয়োগ করে উদ্যোগ স্থাপন করলে আমরা নিজেদের ভূখণ্ডেই শরণার্থী হয়ে পড়ব।

তাই আমাদের অ্যাডভান্টেজ আসামের প্রয়োজন নেই বলে দাবি করেন গ্রামবাসীরা। তাছাড়া সম্প্রতি গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে গুলি চালোনার ঘটনায় জড়িত মনজিৎ নাইডিংকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা সহ ওই ঘটনার সময় তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

মেদিনীপুরে সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার কান্ড

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মেদিনীপুর পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার কান্ড হলো।

মনোনয়নপত্র তুলতে গিয়েছিলেন সিপিআইএম প্রার্থীরা। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের মারধর করে বলে অভিযোগ। পুলিশের সামনেই মারধর করা হয়। ধস্তাধস্তি ও ঠেলাঠেলিতে একাধিক সিপিআইএম কর্মী-সমর্থক জখম হয় বলে অভিযোগ।

সোমবার থেকে পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মনোনয়ন পর্ব শুরু হয়। সিপিআইএমের অভিযোগ, তারা যখন মনোনয়ন তোলার জন্য যাচ্ছিলেন, মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার বেলা ১২টা ১৫ নাগাদ তারা যখন মনোনয়ন দিতে এগোচ্ছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ স্কুলের কাছে মোড় থেকে তাঁদের দিকে তৃণমূলের একাংশ তেড়ে আসে। কয়েকশো তৃণমূল সমর্থক তাদের মেরে সরিয়ে দেন বলে অভিযোগ। এরপর ধস্তাধস্তি-ঠেলাঠেলি হয়। ৩০০ মিটার পর্যন্ত ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয়। শোনা যায়, হুঁশিয়ারিমূলক কথাবার্তা।

২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ঘেরাওয়ের পর মুক্ত যাদবপুরের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অবশেষে মঙ্গলবার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সাহায্যে বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের থেকে ঘেরাওমুক্ত হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সহ-উপাচার্য।

২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ঘেরাও থাকার পর শেষমেশ ক্যাম্পাস ছাড়েন ভাস্কর গুপ্ত। মঙ্গলবার দুপুরে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং চলাকালীন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পড়ুয়ারা 'আজগুবি' দাবি নিয়ে সেখানে প্রবেশ করেন। দীর্ঘ বাদানুবাদের পর অঙ্কে পাশ করানোর দাবি এবং স্কলারশিপের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কেই করাতে হবে এই দাবি নিয়ে ঘেরাও শুরু করে পড়ুয়াদের একাংশ।

পড়ুয়াদের দাবির ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যদি এরকম মার্কশিট কারচুপির অভিযোগ থাকে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল তার তদন্ত করে দেখবে। ছাত্রদের তরফে দাবি ছিল যাতে বৃত্তি চালু থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানায়, এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু করণীয় নেই। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তার অনড় মনোভাবই বজায় রাখল।

কুমোরটুলি কান্ডের পুনর্নির্মাণে শীঘ্রই মধ্যমগ্রামে যাবে কলকাতা পুলিশঃ মনোজ বর্মা

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কুমোরটুলি কান্ডের পুনর্নির্মাণের জন্য খুব শীঘ্রই মধ্যমগ্রামে যাবে কলকাতা পুলিশের দল। কলকাতা পুলিশের তরফে কমিশনার মনোজ বর্মা মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা ফাল্গুনী ও আরতি ঘোষ ট্রলিব্যাগে দেহ ভরে কলকাতায় এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, গঙ্গায় মৃতদেহ ফেলে দেওয়া। কুমোরটুলি এলাকা থেকে স্থানীয় মানুষের তৎপরতায় তাঁরা ধরা পড়েন। এই ঘটনার নৃশংসতায় হইচই শুরু হয়েছে।

ধৃতরা ইতিমধ্যে পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছেন যে তাঁরাই ওই প্রৌঢ়াকে খুন করেছেন। তবে তাঁদের বয়ানে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছে পুলিশ। সেই ক্ষেত্রে তাঁদের খুনের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানতে এখন তৎপর তদন্তকারীরা।

সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সিপি মনোজ বর্মা বলেন, ""মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে নর্থ পোর্ট থানায় খবর আসে। তবে মূল ঘটনা যেহেতু মধ্যমগ্রামে ঘটেছে তাই সেখানকার পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে। খুনের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। আমাদের টিম সেখানে যাবে, ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে।""

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ইন্দ্রপুরীতে শোভাযাত্রা

রাঁচি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের রাঁচির রাতু রোডের কৃষ্ণ নগর কলোনির ইন্দ্রপুরীতে শ্রী শ্রী শিব বরাত আয়োজন সমিতির উদ্যোগে বুধবার আড়ম্বরের সঙ্গে মহাশিবরাত্রির আয়োজন করা হয়েছে।

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে দেবাদিদেব মহাদেবের শোভাযাত্রা বের হবে। ওইদিন দুপুর ১টায় ইন্দ্রপুরী শিব মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা বের হবে। সমিতির চেয়ারম্যান রমেশ সিং এ তথ্য জানিয়েছেন।

রঞ্জি ট্রফির চলতি মরশুমের শীর্ষ ১০ রান সংগ্রাহক

মুম্বই, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রঞ্জি ট্রফির মরসুম শেষ হচ্ছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। ফাইনাল শুরু হচ্ছে বুধবার থেকে। মধ্যপ্রদেশের শুভম শর্মা ৯৪৩ রান নিয়ে এবার শীর্ষে আছেন।

এবারের রঞ্জি মরশুমে শীর্ষ ১০ রান সংগ্রাহক:

শুভম শর্মা (এমপি): ৯৪৩ রান।তন্ময় আগরওয়াল (হাইওয়াইডি): ৯৩৪ রান।যশ রাঠোড় (বিদর্ভ): ৯৩৩ রান।আয়ুষ পান্ডে (সিএইচজিআর) : ৭৪৪ রান। আরিয়ান জুয়াল (ইউপি): ৭১৪ রান।সঞ্জিত দেশাই (ছত্তিশগড়): ৬৯৩ রান।শুভম খাজুরিয়া (জে ্ কে): ৬৭৯ রান।এন জগদীশন (টিএন): ৬৭৪ রান।অক্ষয় ওয়াদকার (বিদর্ভ): ৬৭৪ রান।জয়মিত প্যাটেল (গুজরাট জর্জিয়া): ৬৬১ রান।

নতুন পুরকরের বোঝা নয়, করদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে জোর মেয়রের

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভায় জবাবি ভাষণে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, নতুন পুরকরের বোঝা নয় নাগরিকদের। বরং পুর কর আদায়ের আওতায় নতুন করে করদাতাদের সংখ্যা বাড়াতে তৈরি পুর কর্তৃপক্ষ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ২০ হাজার অতিরিক্ত করদাতাদের সংখ্যা নির্ধারণ করে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সমস্ত সম্পত্তি দীর্ঘদিন কর আদায়ের বাইরে ছিল তাদের কর আদায় ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সংযোজিত এলাকার জন্য দু"রকমের কর নয়। এর অবিলম্বে বিলোপ দরকার বলে মনে করেন তিনি। রাজ্য সরকারের কাছে এ নিয়ে কলকাতা পুরসভার তরফে প্রস্তাব জমা পড়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এছাড়াও বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ১৫ দিন অন্তর নজরদারি চলবে। প্রয়োজনে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের এবং আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলকাতা পুরসভা পিছপা হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি : বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ, পয়েন্ট ভাগাভাগি

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হল অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মঙ্গলবারের ম্যাচ। মঙ্গলবার যে দল জয় পেত, তারাই সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলত। কিন্তু বৃষ্টি তা হতে দিল না। বৃষ্টির কারণে টসও হল না আর মাঠে একটা বলও গড়াল না। ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় দুই দলকেই একটা করে পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে।

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া এবং আফগানিস্তানকে হারানো দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্ট সমান ৩ হলেও, রান রেটে এগিয়ে থাকায় এই গ্রুপের শীর্ষে থাকছে প্রোটিয়ারাই।

এখন বৃষ্টিতে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় সেমিফাইনালের সমীকরণ জটিল হয়ে গেল। একই সঙ্গে গ্রুপের দুই শীর্ষ দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করায় লাভ হল ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তানের।

পরবর্তী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা খেলবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে আর অস্ট্রেলিয়া খেলবে আফগানিস্তানের সঙ্গে।

আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ল, কুইন্ট্যাল প্রতি হলো ৯০০ টাকা

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজ্যের আলুচাষিদের জন্য সুখবর। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে কুইন্ট্যাল প্রতি ৯০০ টাকা করা হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জল জমার জেরে বিস্তীর্ণ এলাকায় নষ্ট হয়েছে ফসল। ক্ষতিগ্রস্ত আলু রাজ্য কিনে নেবে। ঘোষণা করলেন, রাজ্য সরকার কৃষকদের জন্য ৩২১ কোটি টাকার বিমা ফান্ড তৈরি করেছে।

এখানেই শেষ নয়। আলুচাষিদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রতি কুইন্ট্যালে ৯০০ টাকা করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এতে চাষিরা খানিকটা হলেও সুবিধা পাবেন বলেই মনে করছে রাজ্যে।

ডিভিসিকে তোপ দাগলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ডিভিসিকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছেড়েছে ডিভিসি। তার সঙ্গে অকাল বৃষ্টি, এর ফলেই ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসলের। সম্প্রতি জল ছেড়েছিল ডিভিসি, যার জেরে হাওড়া ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার চাষের জমি জমের নিচে চলে গিয়েছে। বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল নষ্ট হয়েছে। মূলত আলুর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেই বিষয়েই সোচ্চার হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিভিসিকে একহাত নিয়ে দাবি করলেন, ফের রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছেড়েছে ডিভিসি। তার সঙ্গে গত কয়েকদিনে অকাল বৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ছাড়া জলে বিঘার পর বিঘা জমি ডুবে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছিল কৃষকদের। জমে নেমেই আলু তুলে ফেলার চেষ্টা করছিলেন কৃষকরা।

ডিমা হাসাও জেলায় মোট ৫৯ জন শিল্পপতির ৫২,৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মউ চুক্তিতে স্বাক্ষর

হাফলং (অসম), ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় মোট ৫৯ জন বিনিয়োগকারী উদ্যোগ স্থাপনে বিনিয়োগ করবেন। জেলার জন্য মোট ৫২,৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ উপলক্ষ্যে আজ মঙ্গলবার হাফলং সাংস্কৃতিক ভবনে ডিমা হাসাওয়ের জেলা কমিশনার সীমান্তকুমার দাসের পৌরোহিত্যে জেলা প্রশাসন ও ডিআইসিসির সঙ্গে ৫৯ জন বিনিয়োগকারী সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছে। ডিমা হাসাও জেলায় সিমেন্ট কারখানা স্থাপন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৫৯ জন বিনিয়োগকারী মোট ৫২,৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় সিমেন্ট উদ্যোগ স্থাপনের জন্য অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ উপলক্ষ্যে গুয়াহাটির গোল্ডস্টোন প্রাইভেট লিমিটেড সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের জন্য ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছে।

Short Notice Inviting Quotation (SNIQ)

Sealed Quotations are hereby invited by the office of the SCERT, Government of Tripura, Abhoynagar, Agartala for Printing & supply of Exam related materials.
Detailed item description, quantities & other terms & conditions may be collected from
the Exam Section of SCERT, Abhoynagar, Agartala.
The interested bidders may drop their quotation in the office of the undersigned on or before 04/03/2025 up to 4 PM. For any query, may call Mobile no. 93366018464 (between 10.30 am to 5 pm on working days).
ICA/C-4043/25

Sd-
(L. Darlong)
Director
SCERT,Tripura

Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) for supply of devices" at Agartala Govt. Medical College & G.B.P. Hospital".

An SNIQ is hereby invited from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/distributor for "supply of devices" at Agartala Govt. Medical College & G.B.P. Hospital".
99
The details of SNIQ may collect from the office of the undersigned on any working day. The last date/time of submission of the SNIQ is 2/02/2025

Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala.
ICA/C/4053/25

PNITNO: ePT28/EE/RD/KCP/DIV/2024-25
DISPATCHNO:DIS/414855/2025
Dated 21.02.2025

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM of 05.03.2025 for 07 (SEVEN) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2024-25. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C-4039/25

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division Kanchanpur, North Tripura

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের

লখনউ, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের। বুধবার মহাশিবরাত্রি। তার প্রাক্কালে মঙ্গলবার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল। তিনি বলেন, মহাশিবরাত্রির এই উৎসব আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে এবং তা পূরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেন যে আমাদের সকলের উচিত আমাদের মধ্যে থাকা শিবকে চেনা। রাজ্যপাল প্রার্থনা করেন যে, এই উৎসব সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি বয়ে আনুক এবং ভগবান শিবের কৃপায় জীবন শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

দান করা জমিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বদলে অন্য নির্মাণ, ক্ষুব্ধ আদালত

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কোভিডের পর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর-২ নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে নজর দেয়নি প্রশাসন। সেখানে দু'জন চিকিৎসক রয়েছেন। উন্নতির পরিবর্তে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমিতে এখন নির্মাণ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার হাইকোর্টে এই অভিযোগ করেন জাকির হোসেন মোল্লা। তাঁর পিতামহ সেখানে অনেকটা জমি দিয়েছিলেন হাসপাতাল তৈরির জন্য। শুনানিতে ক্ষোভ জানায় আদালত।

অভিযোগ, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফাঁকা অংশে একটি পাম্প তৈরির কাজ চলছে। তাতে অনুমোদন দিয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন জাকির।

মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিপর্বে এ বিষয়ে হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের জন্য ঘোষণা করছেন। আর স্বাস্থ্যসচিব হলফনামা দিয়ে উল্টো কথা বলছেন।"

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার বলে, "গতকাল মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের জন্য অনেক কিছু ঘোষণা করেছেন। বেতন বৃদ্ধি করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সাসপেনশন তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন" তবে, এই মামলায় মঙ্গলবার আদালত আবার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতরের সচিবের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে।

প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মান উন্নয়নে কী পরিকল্পনা রয়েছে তা জানাতে হবে। আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন স্বাস্থ্যসচিব রিপোর্ট দিয়ে পরিকল্পনার কথা জানাবেন। হাই কোর্ট জানিয়েছে, জনস্বার্থে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমিতে জল প্রকল্পের কাজ করা যাবে।

রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব আদালতে জানান, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থার উন্নতি করা হয়েছে। ওই রিপোর্ট দেখে হাই কোর্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, "৫০ বছরের পুরনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০টি শয্যা রয়েছে। ১৯৭৬ সালেও যা ছিল ২০২৫ সালে এসেও তা-ই। এত বছরে একটিও শয্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। স্বাস্থ্যসচিব বলছেন, সেখানে যথেষ্ট শয্যা রয়েছেন। এটি তাঁর অবস্থান। কিছু তো যুক্তিপূর্ণ কথা বলুন।

প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এ বার ভাবুন, হাই কোর্টে ৩৪ জন বিচারপতি ছিলেন। এ বার কেউ যদি বলেন আর বিচারপতি দরকার নেই। সপ্তাহে ১০০টি মামলা দায়ের হয় আমরা সামলে নেব। এটা কি সম্ভব? আমরা চাইছি, বিচারপতি সংখ্যা ১০০-র বেশি করতে। ২০০ একর জমি পেলে সেখানে জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি হবে। আর ৪০ শতাংশ বিচারপতির আসন শূন্য পড়ে রয়েছে। আপনাদের অবস্থানে আমি খুবই হতাশ।"

তবে মথুরাপুরের ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে কোনও নির্দেশ দেবেন না বলেও জানিয়েছেন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তাঁর কথায়, "আধিকারিকেরা জানেন, কী ভাবে কাজ করতে হয়। কোনও নির্দেশ দেব না। কমপক্ষে ৫০ শয্যার হাসপাতাল করুন যেখানে চুক্তিভিত্তিক কর্মী থাকবেন না। কর্মীরা ভদ্রস্থ বেতন পাবেন।"

NOTICE INVITING TENDER
TENDER NO. NSM/TEND/2025/.3
DATED- 19/02/2025

The Notice Inviting Sealed Rate Quotation is hereby invited from the interested registered Merchants, Co-operative societies, Agencies etc. for the supply of 05 (five) Desktop Computers for official/ Academic uses of Netaji Subhash Mahavidyalaya. The prescribed tender form containing specification and terms and conditions can be downloaded from the college website: www.nsmahavidyalaya.ac.in. The Sealed Quotation should reach to the office of the undersigned latest by 05/03/2025 before 3.00 p.m. The sealed Quotation will be opened on 06/03/2025 at 11:00 AM in the presence of all the members of Quotation Committee and available bidders at the Principal's chamber.
ICA/C-4046/25

Principal
Netaji Subhash Mahavidyalaya
Udaipur

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. F.5(1-217)-STORE/DHS/DDNM/2024-25Part (1) Dated, Agartala2/02/2025.

e-Tender for procurement of Dressing Dispensing & Nursing Materials for different health institutions.
A Tender is hereby invited on behalf of the Government of Tripura from resourceful, experienced and bonafide, renowned licensed Manufacturer or their Authorized distributor/supplier for procurement of Dressing Dispensing & Nursing Materials for different health institutions under Directorate of Health Services.
The details of tender, list of items with indicative quantity along with the tender Documents are made available on website (www.tripuratenders.gov.in). The last date/time of online submission of the tender documents is 13/03/2025 up to 4:00 pm.
All future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal, so bidders are requested to get the updates from the e-procurement web portal only.
Signed by Sanjib Kumar Debbarma
Date: 21-02-2025 17:13:24
ICA/C/4038/25

Director of Health Services
Govt. Of Tripura, Agartala.

নতুন গ্রন্থ প্রকাশ— দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের ধর্ম দর্শন ও সমাজ

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা - ধর্ম, দর্শন ও সমাজ নিয়ে দর্শন শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ এল রায় অডিটোরিয়ামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রবাল কুমার সেন গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজিতে তাঁর নানা প্রবন্ধে ভারতীয় দর্শনে হিন্দুধর্মের প্রকৃতি, ধর্ম সংস্কারের তাৎপর্য্য এবং সমাজ সংস্কারের গতি প্রকৃতি ও গীতার তাৎপর্য্য সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রেখে যাওয়া সংশ্লিষ্ট পান্ডুলিপিকে একত্র করে তা পুস্তকাকারে সম্পাদনা করেছেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী। সংশ্লিষ্ট বইটির যৌথভাবে প্রকাশক দে''জ পাবলিশার্স ও ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার। এই প্রসঙ্গে নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, এই গ্রন্থ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর। তৎকালীন সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর অতি সহজভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই লেখাগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের কর্মকর্তা ড. সুমন্ত রুদ্র বলেন, ভারতীয় দর্শন ও বহু প্রাচীন পান্ডুলিপির সংরক্ষণ এবং ডিজিটাইজেশনের কাজ শুরু করেছেন। এই বইটি ভারতীয় দর্শনকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে ধারণা।

সুতন্দ্রার খুনীদের পরিচয় বের করে তা প্রকাশের দাবি তথাগতের

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুতন্দ্রার খুনীদের পরিচয় বের করে তা প্রকাশের দাবি করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গলবার তিনি এক্সবার্তায় এ নিয়ে মন্তব্য করেন।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "সুতন্দ্রা মুখোপাধ্যায়কে কারা গাড়ির ধাক্কা দিয়ে খুন করল তাদের পরিচয় জানা অত্যাবশ্যক। মনে হচ্ছে তারা প্রভাবশালী, সেইজন্য তাদের গাড়ি ধরা পড়া সত্ত্বেও তাদের পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না ! মিডিয়ার প্রতি ও বিরোধী দলগুলির প্রতি আবেদন, তাদের পরিচয় খুঁজে বের করুন ও প্রকাশ করুন।"প্রসঙ্গত, সোমবারের ওই দুর্ঘটনার পর থেকেই এসইউভি-র আরোহীরা গাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কেন তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেল? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সুতন্দ্রার পরিবারের প্রশ্ন, এত সিসিটিভি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও কেন এখনও পুলিশ চিহ্নিত করতে পারল না যে ওই গাড়িতে কারা ছিল? কেন ওই গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা এখনও পুলিশি নাগালের বাইরে? জাতীয় সড়কে রেষারেষির ঘটনা কেন টহলদার পুলিশদের নজর এড়াল, উঠছে সেই প্রশ্নও।

বৈরীরা

● প্রথম পাতার পর

নাগাদ দাবিগুলি বিবেচনা করার আশ্বাস পেয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত করেন অবরোধকারীরা। আগামী ৪ মার্চ তাদের সাথে বৈঠকে বসার আশ্বাস দিয়েছে সরকার।

বাংলাদেশী আটক

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।

ওসি আরও জানান, বাংলাদেশী নাগরিককে ভারতে প্রবেশ করতে কে সহায়তা করেছে, সে বিষয়ে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এক্ষেত্রে কোনো দালাল বা টাউটের খোঁজ পেলে তাকেও এই মামলার সাথে যুক্ত করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ট্রলি ব্যাগের ভিতরে মুণ্ডহীন দেহ, গঙ্গায় ফেলতে এসে পাকড়াও দুই মহিলা

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মুণ্ডহীন দেহ গঙ্গায় ফেলতে এসে ধরা পড়ে গেল দুই মহিলা। মঙ্গলবার সকালে ওই দুই মহিলা কুমোরটুলি ঘাটের কাছে একটি ট্রলি ব্যাগ গঙ্গায় ফেলার তোড়জোড় করছিল। তাঁদের দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। ট্রলি ব্যাগ খুলে দেখা যায়, ভিতরে একটি মুণ্ডহীন দেহ রয়েছে। এরপরই ওই দুই মহিলাকে পাকড়াও করা হয়। ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিশ।

ধৃত দুই মহিলার দাবি, ট্রলি ব্যাগের ভিতরে যে দেহ রয়েছে, সেটি একটি কুকুরের। যদিও স্থানীয়রা এই দাবি মানতে নারাজ। তাঁদের পাল্টা দাবি, দেহটি এক মহিলার। স্থানীয়দের একাংশ পুলিশের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ তদন্তে আশ্বাস দিয়েছে।

মুম্বই ও সংলগ্ন এলাকায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি হলুদ সতর্কতা

মুম্বই, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মুম্বই ও সংলগ্ন এলাকায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল মুম্বইয়ের আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার ও বুধবার এই দু''দিন তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মুম্বই ও সংলগ্ন এলাকায়। এই মর্মে হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে অনেকটাই।

আইএমডি, মুম্বই মঙ্গলবার সকালে জানিয়েছে, মঙ্গলবার ও বুধবার মুম্বই এবং আশেপাশের অঞ্চলে তাপপ্রবাহের প্রেক্ষিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, কারণ এই সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭-৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ফেব্রুয়ারি মাসের স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে প্রায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে উদ্ধারকাজ অব্যাহত ভিতরে আটকেই ৮ শ্রমিক

হায়দরাবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তেলেঙ্গানার নাগরকুর্নুল জেলার শ্রীসৈলাম সুড়ঙ্গে এখনও আটকে রয়েছেন ৮ জন শ্রমিক। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ, দিন-রাত এক করে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ কর্মীরা। তবুও মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ৮ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ২২ ফেব্রুয়ারি ভেঙে পড়ে এই সুড়ঙ্গের একাংশ। তারপর থেকে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, কাদাজলে ভরে গিয়েছে সুড়ঙ্গ, শ্রমিকেরা ঠিক কোন জায়গায় আটকে রয়েছেন তা এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আরও বাড়ছে। শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগও সম্পূর্ণ ভাবে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সমস্যা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলেছে সুড়ঙ্গের ভিতরের কাদাজল। তবুও উদ্ধারকারী দল হাল ছাড়তে নারাজ।

ডাক্তারদের ঘুষ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, ডাক্তারদের ঘুষ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার মিলোনী বাজারে চা চক্রের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তারদের ঘুষ দিয়েছেন, আগেই বেতন বৃদ্ধি করা উচিত ছিল। তিনি ভাতা দিয়েছেন, যাতে ডাক্তাররা আর আন্দোলন না করেন। সমগ্র (স্বাস্থ্য) ব্যবস্থাই একটি ব্যর্থতা, যেহেতু সিপিআই (এম) এবং তাঁরা (তৃণমূল) এটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবে না।'

উল্লেখ্য, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে ইন্টার্ন থেকে শুরু করে পোস্ট ডক্টরেট ট্রেনি পর্যন্ত সর্বস্তরের ডাক্তারদের বেতন বৃদ্ধি করছে রাজ্য সরকার। সোমবার কলকাতার আলিপুরে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে চিকিৎসকদের সম্মেলনে এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের বেতন ১৫ হাজার টাকা করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর আওতায় পড়ছেন ডিপ্লোমাধারী সিনিয়র রেসিডেন্ট, স্নাতকোত্তর স্তরের (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) সিনিয়র রেসিডেন্ট এবং পোস্ট ডক্টরেট সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারেরা। এ ছাড়া ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ, স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষানবিশ (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি) চিকিৎসক এবং পোস্ট ডক্টরেট শিক্ষানবিশ ডাক্তারদের বেতন ১০ হাজার টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কুলটিতে জখম ১৫ জন পুণ্যার্থী

আসানসোল, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আবারও দুর্ঘটনার কবলে পড়ল মহাকুম্ভগামী একটি বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে বাসটি। যার জেরে জখম হয়েছেন প্রায় ১৫ জন পুণ্যার্থী। মঙ্গলবার আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত ডুবুর ডিহি চেকপোস্টের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, বাসটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থেকে প্রয়াগরাজ যাচ্ছিল। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের চোট গুরুতর। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উন্নাওয়ে টেম্পো ট্রাভেলার ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৩ আহত ২৬ জন পুণ্যার্থী

উন্নাও, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলায় টেম্পো ট্রাভেলার ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৩ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২৫ জন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ওপর। মৃত্যু হয়েছে দুই শিশু ও তাঁদের বাবার। আহত ২৬ জন মহাকুম্ভের পুণ্যার্থী। পুলিশ জানিয়েছে, বাঙ্গারমউয়ের কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাভেলার বাসে ধাক্কা মারে। সার্কেল অফিসার অরবিন্দ চৌরাসিয়া বলেছেন, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ খবর পাওয়া যায় একটি টেম্পো ট্রাভেলার ও গাড়ির মধ্যে জোরালো সংঘর্ষ হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই শিশু ও তাঁদের বাবার। আহত হয়েছেন টেম্পো ট্রাভেলারে থাকা ২৬ জন পুণ্যার্থী।

ধৃত ১

● প্রথম পাতার পর

গজারিয়া ক্যাম্পের বাজার এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব দের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সে স্থানীয় মানুষের কাছে নেশা সামগ্রী বিক্রয় করে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে এসকফ এবং ব্রাউন সুগারের উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান তিনি। ওই অভিযানে বাড়ির মালিক বিপ্লব দেকে আটক করে পুলিশ।

অতিশী-সহ ১১ জন এএপি বিধায়ক সাসপেন্ড, বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিধানসভায় অনভিপ্রেত আচরণের জন্য দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেত্রী অতিশী মারলেনা-সহ মোট ১১ জন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র বিধায়ককে একদিনের জন্য বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করেছেন অধ্যক্ষ বিজেন্দ্র গুপ্তা। এই ১১ জন বিধায়কের মধ্যে সঞ্জীব ঝা, গোপাল রাইও রয়েছেন। মঙ্গলবার বিধানসভায় উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনার অভিভাষণের সময় এএপি বিধায়করা হইহট্টগোল করেন, এরপরই ১১ জন এএপি বিধায়ককে একদিনের জন্য বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়।

বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর বাইরে বিক্ষোভ-প্রদর্শন করেন এএপি বিধায়করা। অতিশী বলেছেন, 'বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়, ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের দফতরে ডক্টর বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের প্রতিকৃতি প্রতিস্থাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী কি ডঃ বিআর আম্বেদকরের চেয়ে বড়? যতক্ষণ না পর্যন্ত ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতি বসানো হবে আমরা প্রতিবাদ চালিয়ে যাব।' গোপাল রাই বলেছেন, 'যেভাবে আম্বেদকর ও শহীদ ভগৎ সিংকে অসম্মান করা হয়েছে, তাতে বিজেপির অভিপ্রায় বোঝা যাচ্ছে।'

জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণ করবে দিল্লি সরকার : ভি কে সাক্সেনা

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণ করবে দিল্লি সরকার। আশাপ্রকাশ করে বললেন দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা। মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভায় অভিভাষণের সময় উপ-রাজ্যপাল সাক্সেনা বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্র "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রার্থনা, সবকা সম্মান" আমার সরকারের পথপ্রদর্শক হবে। আমার সরকার জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রত্যাশার পূরণ করবে। আমার সরকার এই ১০টি ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেবে- দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, দরিদ্রদের কল্যাণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি, সুশিক্ষার মডেল, বিশ্বমানের রাস্তা, পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত দিল্লি, পরিষ্কার যমুনা, পরিষ্কার জল, এবং অননুমোদিত উপনিবেশগুলি নিয়মিতকরণ।'

উপ-রাজ্যপাল সাক্সেনা আরও বলেছেন, 'আমরা সব বিভাগের প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছি ১০০-দিনের পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কাজের একটি রূপরেখা তৈরি করতে, যা করা দরকার। আমার সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যে ক্যাগ রিপোর্টটি অ্যাসেম্বলিতে পেশ করা হবে এবং সবার সামনে উপস্থাপন করা হবে, যা পূর্ববর্তী সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা প্রকাশ করবে এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করতে আমাদের সহায়তা করবে।'

জল্পনার অবসান, দিল্লি বিধানসভায় ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করলেন রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): যাবতীয় জল্পনার অবসান, মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভায় ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। ক্যাগ রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর দিল্লি বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজেন্দ্র গুপ্তা বলেছেন, 'এটা জেনে আশ্চর্যজনক লাগছে যে, ২০১৭-১৮-র পরে ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করা হয়নি। এই বিষয়ে, তৎকালীন বিরোধী দলনেতা অর্থাৎ আমি এবং অন্য পাঁচজন বিরোধী নেতা রাষ্ট্রপতি, বিধানসভার স্পিকার, মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য সচিবের কাছে রিপোর্টটি পেশ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।' অধ্যক্ষ বিজেন্দ্র গুপ্তা আরও বলেছেন, 'রাজ্যের আর্থিক অবস্থার জন্য এটি অনেক প্রয়োজন ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করা হয়নি এবং আগের সরকার সংবিধান লঙ্ঘন করেছে।'

তিনটি ভাষা আরোপ করা ভুল বিজেপি ছেড়ে মন্তব্য রঞ্জনার

চেন্নাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন অভিনেত্রী তথা রাজনীতিক রঞ্জনা নাচিয়ার। মঙ্গলবার বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর, বিজেপির সমালোচনাও করেছেন তিনি। রঞ্জনা জানান, তিনটি ভাষা আরোপ করা ভুল। আঞ্চলিক ইস্যুতে, বিশেষ করে ভাষা নীতির প্রতি বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি নিজের গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন রঞ্জনা।

রঞ্জনা জানিয়েছেন, একজন তামিল মহিলা হিসাবে, আমি তিনটি ভাষা নীতি আরোপ, দ্রাবিড়দের প্রতি ক্রমবর্ধমান শত্রুতা এবং তামিলনাড়ুর চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতি চলমান অবহেলা মেনে নিতে পারিনি। উল্লেখ্য, তামিলনাড়ু বিজেপির শিল্প ও সাংস্কৃতিক শাখার রাজ্য সম্পাদিকা ছিলেন রঞ্জনা।

জমির বিনিময়ে চাকরি মামলা : লালু-সহ ৭৮ জনকে সমন আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর প্রধান লালু প্রসাদ যাদবকে সমন পাঠালো দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। লালু প্রসাদ ছাড়াও আরও ৭৭ জনকে সমন পাঠিয়েছে আদালত। এছাড়াও তেজ প্রতাপ যাদব ও হেমা যাদবকেও তলব করা হয়েছে। আদালত সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর দাখিল করা চূড়ান্ত চার্জ সহ তিনটি চার্জশিট গ্রহণ করেছে।সিবিআই-এর চূড়ান্ত চার্জশিট গ্রহণ করার পরই মঙ্গলবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত লালু-সহ ৭৮ জনকে সমন পাঠিয়েছে। আগামী ১১ মার্চ তাঁদের হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, সমন পাঠানো ৭৮ জনের মধ্যে ৩০ জন হলেন সরকারি কর্মী।

রাজস্থান বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড ৬ কংগ্রেস বিধায়ক, তোপ গেহলটের

জয়পুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজস্থান বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হলেন ৬ জন কংগ্রেস বিধায়ক। ৬ জন দলীয় বিধায়ককে সাসপেন্ড করার প্রেক্ষিতে বিজেপির সমালোচনায় সরব হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। মঙ্গলবার গেহলট বলেছেন, 'জনগণ দেখছে কারা ভুল করছে। ক্ষমতাসীন পক্ষের দায়িত্ব বিরোধী দলকে সঙ্গে নিয়ে সভা পরিচালনা করা। তাঁরা (বিজেপি) সভায় কোনও আলোচনা চায় না, কারণ তাঁরা কোনও উত্তর দিতে পারছে না।' রাজস্থান সরকারের সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলটও। তিনি বলেছেন, 'প্রশ্নোত্তর পর্বে এক মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অপমান করার চেষ্টা করেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা শুধু চেয়েছিলাম, বিবৃতিটি প্রত্যাহার করা হোক ও তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত। ৬ জন বিধায়ককে বিনা নোটিশে বরখাস্ত করা হয়েছে। আমাদের বিরোধী দলনেতা টিকারাম জুলি, রাজ্য সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসরা এবং অন্যান্য নেতারা আমাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সরকার বিবৃতিটি অপসারণ করেনি এবং মন্ত্রীও ক্ষমা চাননি।'রাজস্থানের বিরোধী দলনেতা টিকারাম জুলি বলেছেন, 'বিজেপি চায় না, বিধানসভা চলুক এবং সভায় বিরোধীরা থাকুক। তাঁদের উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক নয়... আমরা গান্ধীবাদী পথে যাব, প্রতিবাদ করব এবং তারপর ভবিষ্যতের জন্য কৌশল করব। আমরা পশ্চিম গেটে থাকব এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

প্রয়াগরাজকে বদনাম করতে কোনও খামতি রাখেনি সপা যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সমাজবাদী পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'তাঁরা (সমাজবাদী পার্টি) প্রয়াগরাজকে বদনাম করতে কোনও খামতি রাখেনি। আপনারা প্রয়াগরাজ সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছিলেন, তাঁরা প্রয়াগরাজকে অপমান করার উপায় খুঁজছিল। কিছু মানুষ সংসদে বলছিলেন, মহাকুম্ভে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে। কিন্তু মহাকুম্ভের সময় ২৮ হাজার মানুষ তাঁদের পরিবারের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়েছিল। সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেস শুধুমাত্র ভারতকে বদনাম করতে চায়। তাঁদের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে হতে পারে, কিন্তু কখনও কখনও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তাঁরা ভারতের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।'

যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, 'গত সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে "মুখ্যমন্ত্রী বিবেকাধিন কোশ" থেকে জনসাধারণকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তাও আবার কোনও বৈষম্য ছাড়াই। যখন সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় ছিল, তখন শুধুমাত্র সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের টাকা দেওয়া হত। বিজেপি সরকারে অর্থ দেওয়া হচ্ছে কোনও বৈষম্য ছাড়াই। স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশে মাত্র ১৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছিল। আমাদের সরকার গঠনের পর প্রতিটি জেলায় একটি করে মেডিকেল কলেজ করা হচ্ছে।'

পঞ্জাবে এনকাউন্টারে দুই দুষ্কৃতী জখম, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

তরন তারন, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবের তরন তারন জেলায় পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে জখম হয়েছে দুই দুষ্কৃতী। দুই দুষ্কৃতীর পায়ে গুলি লেগেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার তরন তারন জেলার খেম করন এলাকায় এই এনকাউন্

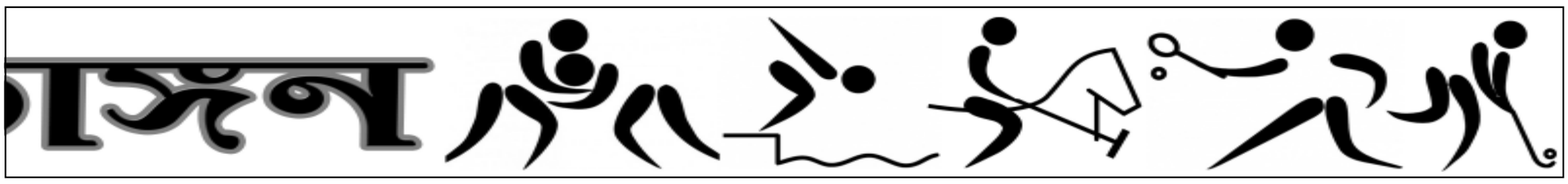

অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জমজমাট, ১০ ম্যাচে ৪৪ গোল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। ত্রিপুরা পুলিশ আয়োজিত ৭৩ তম বি এন মল্লিক মেমোরিয়াল অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ সোমবার থেকে ত্রিপুরার তিনটি জেলায় পাঁচটি মহকুমায় এককোটে শুরু হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন স্টেডিয়ামে বেশ ক-টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষ বিভাগের গ্রুপ এ-এর খেলা হচ্ছে জিরানিয়ার এসএন কলোনী মাঠে। সকাল আটটায় উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় জম্মু-কাশ্মীর ৩-১ গোলের ব্যবধানে গুজরাটকে পরাজিত করেছে। একই গ্রুপের খেলায় সোমবারের ম্যাচে কেরালা ৮-০ গোলের বড় ব্যবধানে মধ্যপ্রদেশ কে পরাজিত করেছিল। মোহনপুরের তুলাবাগান মাঠে বি গ্রুপের খেলায় আজ, মঙ্গলবার সিকিম ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গ কে হারিয়ে একপ্রকার চমক দিয়েছে। গ্রুপ সি-এর খেলায় মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র ৯-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে বিহারকে পরাজিত করেছে। একই গ্রুপে সোমবারের খেলায় আসাম রাইফেলস ৩-১ গোলের ব্যবধানে উড়িষ্যাকে পরাজিত করেছিল। গ্রুপ ডি এর খেলায় সোমবারে আয়োজক ত্রিপুরা দল ৩-০ গোলের ব্যবধানে তেলেঙ্গানাকে হারিয়েছে। যদিও মঙ্গলবারে মহিলা বিভাগের খেলায় ত্রিপুরা দল তামিলনাড়ুর কাছে পরাজিত হয়েছে। পুরুষ বিভাগের ই গ্রুপের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জম্পুইজলা মাঠে। সকাল সাড়ে সাতটায় জমজমাট ম্যাচে সিআইএসএফ ২-০ গোলের ব্যবধানে আসামকে পরাজিত করেছে। বেলা আড়াইটায় অপর ম্যাচে দিল্লি ৫-২ গোলের ব্যবধানে লাক্ষাদ্বীপকে পরাজিত করেছে। জি গ্রুপের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে উদয়পুরের চন্দ্রপুর মাঠে। সকাল ৯ টায় একতরফা ম্যাচে তামিলনাড়ু চার শূন্য গোলের ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশ কে পরাজিত করেছে সোমবারের খেলায় মিজোরাম ও উত্তরপ্রদেশের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছিল। দু-দল ১-১ করে পয়েন্ট ভাগ করে পেয়েছে। আগামীকাল (বুধবার) পুরুষ, মহিলা উভয় বিভাগ মিলিয়ে পাঁচ মাঠে ১৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে কমলপুরকে হারিয়ে টানা জয় ধর্মনগর মহকুমার

ধর্মনগর - ১৫১ কমলপুর - ১৩৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো ধর্মনগর মহকুমা। রবিবার ১৬ রানে পরাজিত করলো কমলপুর মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। মহকুমার বিদ্যানগর স্কুল মাঠে এদিন হয় ম্যাচটি। এক সময় ভালো জায়গায় ছিল কমলপুর মহকুমা। কিন্তু শেষের দিকে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় দল কাঙ্ক্ষিত জয় হাত ছাড়া করে। অপরদিকে ধর্মনগর মহকুমার টানা দুই ম্যাচে জয় পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পথে এক পা এগিয়ে গেছে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ধর্মনগর মহকুমা ১৫১ রান করে। দলের পক্ষে অংশুমান সরকার ৮৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮, নৈরিথ ধর ৭৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং বিহান দাস ১৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১৪ রান। কমলপুর মহকুমার পক্ষে অর্ণব দত্ত ৩২ রানে তিনটি এবং শুভজিৎ দেব ২০ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে কমলপুর মহকুমা ১৩৫ রান করতে সক্ষম হয়। একসময় ১১১ রানের তিন উইকেট হারিয়ে দল ছিল ভালো জায়গায়। দলের পক্ষে নীলাঞ্জয় পাল ৬৫ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০, বিজয় শীল ৪৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং সৌরদীপ সিনহা ১১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। ধর্মনগর মহকুমার পক্ষে দলনায়ক বিহান দাস ৩১ রানের তিনটি এবং অংশুমান সরকার ২৫ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

জাতীয় সঙ্গীত বাজল কী করে? ক্ষুব্ধ পাক বোর্ড জানতে চাইল আইসিসি-র কাছে

নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যায়নি ভারত। সেই পাকিস্তানের মাঠেই বেজে উঠল ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। শনিবার লাহোরে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ শুরুর আগে এই ঘটনা ঘটেছে। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সঙ্গে সঙ্গে তারা আইসিসি-কে চিঠি পাঠিয়ে জবাবদিহি চেয়েছে।

আইসিসির প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে দু'দলের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। তার আগে মাঠে নেমেছিলেন ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা। প্রথমে ইংল্যান্ডের জাতীয় সঙ্গীত হয়। তার পর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা অপেক্ষা করছিলেন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য। তখনই চমক।

হঠাৎ করে বেজে ওঠে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। 'ভাগ্যবিধাতা' কথাটি স্পষ্ট শোনা যায়। তা শুনেই চিৎকার শুরু হয় মাঠে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরাও হতবাক হয়ে যান। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অবশ্য তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার পরে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সঙ্গীত শুরু হয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলেও অন্য দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজার সেই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, যে ইংরেজরা ২০০ বছর ভারত শাসন করেছে, তাদের জাতীয় সঙ্গীত বাজার পরেই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল। তা-ও এমন একটি মাঠে, যেখানে ভারতের কোনও নাম-গন্ধ নেই।

এর পরেই পিসিবি-র তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছে আইসিসি-কে। সংবাদ সংস্থাকে পিসিবি-র এক সূত্র বলেছেন, "পাকিস্তান বোর্ডের তরফে আইসিসি-র কাছে স্পষ্ট জবাব জানতে চাওয়া হয়েছে। কারণ জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর দায়িত্বে ছিলেন আইসিসি-র কর্মীরাই। যে হেতু ভারত পাকিস্তানে খেলছেই না, তাই কী ভাবে ওদের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হল সেটাই মাথায় ঢুকছে না পিসিবি কর্তাদের।" এই নিয়ে পর পর দু'দিন আইসিসি-কে চিঠি পাঠাল পাক বোর্ড। শুক্রবারও সম্প্রচার ঘিরে বিতর্ক হওয়ায় একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। পাকিস্তানের অভিযোগ, ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের সম্প্রচারের সময় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যে লোগো দেখানো হয়েছে সেখানে পাকিস্তানের নাম নেই। বিষয়টি নিয়ে আইসিসি-কে চিঠি দিয়েছিল তারা। সম্প্রচারের সময় পর্দার উপরের বাঁ দিকের কোণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লোগো থাকে। সেখানে আয়োজক হিসাবে পাকিস্তানের নামও থাকার কথা। পাকিস্তান-নিউ জিল্যান্ড ম্যাচে সেটি দেখা গেলেও ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে লোগোর নীচে পাকিস্তানের নাম ছিল না। আবার সেটি দেখা গিয়েছে আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে। কেন এই একটি ম্যাচে পাকিস্তানের নাম আয়োজক হিসাবে দেখানো হল না তা জানতে চেয়ে আইসিসি-কে চিঠি দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সাধারণত ম্যাচের সময় পূর্বনির্ধারিত কোনও গ্রাফিক দেখানো হলে সেটি আগে থেকে তৈরি করে আইসিসি-কে পাঠিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে সেটি না দেখা যাওয়ায় ক্ষিপ্ত পিসিবি। আইসিসি-র তরফে জানানো হয়েছে, প্রযুক্তিগত ভুলের কারণেই এমনটা হয়েছে। ভবিষ্যতে আর এমনটা হবে না। তাতে অবশ্য খুশি নয় পিসিবি।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফের জ্বলল কোহলির ব্যাট, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হাঁকালেন প্রথম সেঞ্চুরি

দুবাই: তাঁর ফর্ম নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা ছিল। কিন্তু সেইসব জল্পনার জবাব দিলেন বিরাট কোহলি। মতান্তরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সবথেকে বড় ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠল তাঁর বাট। চার মেরে সেঞ্চুরি করলেন তিনি। এটাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাঁর প্রথম শতরান। ১১১ বলে নিজের সেঞ্চুরি পূরণ করেন তিনি।

বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে যে সাম্প্রতিক সময়ে কাঙ্খিত রান আসেনি, তা বলতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে শেষ ম্যাচে অর্ধশতরান হাঁকালেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে ফের একবার বড় রান করতে ব্যর্থ হন তিনি। প্রশ্ন উঠে তাঁর ফর্ম নিয়ে। তবে প্রতিপক্ষ যখন পাকিস্তান, তখন সিংহভাগ সময়ই বিশেষত ওয়ান ডেতে কোহলির ব্যাট কথা বলে। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামেও ফের একবার সেই ছবিই দেখা গেল। ফের জ্বল "কিং কোহলি"র ব্যাট।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৪২ রানের লক্ষ্য খুব একটা বড় ছিল না। তবে অধিনায়ক রোহিত শর্মা দ্রুতই সাজঘরে ফেরায় সেখানে কোহলির ক্রিজে টিকে থাকাটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঠিক সেটাই করলেন কোহলি। রবিবার ফের একবার প্রমাণ করলেন কেন তাঁকে চেজমাস্টার বলা হয়। প্রথমে গিলের সঙ্গে মিলে ৬৯ রানের পার্টনারশিপে ইনিংসকে স্থিরতা প্রদান করেন তিনি। তারপর শ্রেয়সের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ১১৪ রানের ইনিংস ভারতের জয় নিশ্চিত করে ফেলে।

তবে কোহলি যখন সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় তখন শাহিন শাহ আফ্রিদির পরপর ওয়াইড বলে ভারতীয় সমর্থকদের উদ্বেগ বাড়িয়েছিল। তবে শেষমেশ কোহলি সকলকে মনকামনা পূরণ করলেন। তাঁর ব্যাট থেকেই এল উইনিং শট। ট্রেডমার্ক কভার ড্রাইভে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে কোহলি ভারতের জয়ও সুনিশ্চিত করেন এবং নিজের কেরিয়ারের ৫১তম ওয়ান ডে শতরানও হাঁকালেন বিরাট। এই ম্যাচে কিন্তু তাঁর ব্যাট থেকে রেকর্ডও এল।

সেঞ্চুরি ইনিংসের সুবাদে কোহলি ১৪ হাজার ওয়ান ডে রানের গণ্ডি পার করে ফেললেন। সচিন তেন্ডুলকর ও কুমার সঙ্গকারার পর মাত্র তৃতীয় ব্যাটার হিসাবে এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন তিনি। তবে সচিন ১৪ হাজার ওয়ান ডে রান করতে নিয়েছিলেন ৩৫০টি ইনিংস, কোহলি নিলেন ২৮৭ ইনিংসে। এই ইনিংসের সুবাদেই রিকি পন্টিংকে পিছনে ফেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়ে গেলেন তিনি। পন্টিংয়ের ২৭,৪৮৩ রানের গণ্ডি পার করে ফেললেন তিনি। এক্ষেত্রেও তাঁর সামনে কেবল সচিন ও সঙ্গকারা।

"মাস্টার ব্লাস্টার"-কে রানের নিরিখে তিনি ছাপিয়ে যেতে পারবেন কি না, তা সময়ই বলবে। তবে আজ যে কোহলি আবারও নিজেকে প্রমাণ করে দিলেন এবং ব্যাটেই সমালোচকদের যোগ্য জবাব দিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

হারের গন্ধ পেয়েই দলবদল!

রাজনীতির ময়দানে দলবদল যেন জলভাত। নিজের দল ছেড়ে সটান শত্রু শিবিরে গিয়ে নাম লিখিয়েছেন, এমন নেতাদের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু খেলার মাঠেও দলবদল? ম্যাচ চলাকালীনই প্রিয় দলের জার্সি বদলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর জার্সি গায়ে চাপানো? এমনটা মোটেও দেখা যায় না। সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখা গেল দুবাই স্টেডিয়ামে ভারত-পাক ম্যাচ চলাকালীন।

রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচে মুখোমুখি হয় ভারত-পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ মানে কেবল মাঠের লড়াই নয়, দুই দেশের সমর্থকদের মধ্যেও যুদ্ধ। গোটা স্টেডিয়ামজুড়ে প্রতিযোগিতা চলে, কাদের সমর্থকরা বেশি উৎসাহ যোগাতে পারছেন দলকে। ভারত-পাক দ্বৈরথের মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচে অন্য মাত্রা জোগায় সমর্থককুল বা 'টুয়েলফথ ম্যান'। শেষ বল পর্যন্ত নিজের দলের হয়ে গলা ফাটাতে থাকেন তাঁরা।

স্বর্ণপদক জয়ী রীতা ও রাজ্যদলকে বিমানবন্দরে অভিনন্দন ও সংবর্ধনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার প্রথম মহিলা বডি বিল্ডার হিসেবে রীতা নাগ ফেডারেশন কাপের জাতীয় বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতা তথা মডেল ফিজিক বিভাগে স্বর্ণপদক জয় করে আজ রাজ্যে ফিরেছেন। বিমানবন্দরে ইতিহাস সৃষ্টিকারী রীতা সহ রাজ্যদলকে শুভেচ্ছা জানান ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স ও ফিটনেস এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডিং ফেডারেশন আয়োজিত ১৪তম ফেডারেশন কাপ ২০২৫ জাতীয় বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে রাজ্যের হয়ে লড়ে রীতা ১৫৫ সেন্টিমিটার বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এর সুবাদে স্বর্ণপদক পান। জাতীয় আসরে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করার মধ্য দিয়ে রীতাকে নিয়ে ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের সকলে এবং ক্রীড়াপ্রেমী রাজ্যবাসী গর্ব অনুভব করছেন। উল্লেখ্য, লক্ষ্ণৌতে শনিবার থেকে দুদিনের ১৪তম ফেডারেশন কাপ বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে ফেডারেশন কাপ বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশীপে ফেডারেশনের গাইডলাইন অনুযায়ী পুরুষ বিভাগে রাহুল সাহা এবং মহিলা বিভাগে রীতা নাগ অংশগ্রহণ করেছিলেন। আসরে ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা আন্তর্জাতিক জাজ তনয় দাসও উপস্থিত ছিলেন। কোচ ও টিম ম্যানেজার হিসেবে দলের সঙ্গে ছিলেন প্রিয়াংকা দেবনাথ। এদিন বিমানবন্দরে রীতা সহ রাজ্য সংস্থার সভাপতি তনয় দাস, ম্যানেজার প্রিয়াংকাকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক তুলে দেয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংস্থার চিফ পেট্রন সরযূ চক্রবর্তী, সচিব শাঙ্কি সাহা, কার্য্যকরী সচিব রাজীব দাস, সদস্য রাজু পাল ও সৌগত দেব প্রমুখ।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ ব্লাডমাউথ-এগিয়ে চল, তরুণ সংঘ-মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুপার সিক্সের খেলা শেষ। দু-টি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল (বুধবার)। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে 'বি' গ্রুপের রানার্স এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে এবং মোহনপুরের তালতলা স্কুল মাঠে 'এ' গ্রুপের রানার্স তরুণ সংঘ খেলবে 'বি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেটের সেমিফাইনালে। চারদলই মঙ্গলবার নিজেদের প্রস্তুতি সেরে নেয়। সেমিফাইনালে ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং মৌচাক ক্লাব। তবে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে প্রস্তুত এগিয়ে চলো সংঘ এবং তরুণ সংঘ। চার দলেই বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছেন। যারা যে-কোনও সময় ম্যাচের চাকা পাল্টে দিতে পারে। ফলে সতর্ক হয়ে মাঠে নামতে হবে ফেভারিট দুই দলকে। তবে শেষ কথা, কোনদু-টি দল ফাইনালিস্ট হয় তাই এখন দেখার বিষয়।

অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে পাঁচ মাঠে পাঁচটি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপের সেরা হওয়ার লক্ষ্যে বুধবার মাঠে নামবে সদর 'বি' এবং খোয়াই মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। তেলিয়ামুড়ার ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। 'এ' গ্রুপে দু দলই ইতিমধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছে। দুই ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় পেয়ে। জয়ন্ত দেবনাথের দল সদর 'বি' আজ ফেবারেট হিসেবে মাঠে নামলেও পীযূষ দেবের দল খোয়াই মহকুমা শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত। এদিকে আজ আরও চারটি ম্যাচ হবে।

বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে বিশালগড় খেলবে গন্ডাছড়া মহকুমার বিরুদ্ধে, উদয়পুরের জামজুরি মাঠে মোহনপুর মহকুমা খেলবে সোনামুড়া মহকুমার বিরুদ্ধে, সাব্রুমের ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে সাব্রুম খেলবে শান্তির বাজার মহকুমার বিরুদ্ধে এবং শান্তির বাজারের বাইখোরা স্কুল মাঠে উদয়পুর খেলবে বিলোনিয়া মহকুমার বিরুদ্ধে। ওই চার ম্যাচে ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে বিশালগড়, সোনামুড়া, সাব্রুম এবং উদয়পুর মহকুমা। দশ দলই মঙ্গলবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়।

শুভ্রজিতের হাত ধরে সাব্রুমকে হারিয়ে ১ম জয় পেলো অমরপুর

সাব্রুম - ৮৪ অমরপুর -৮৬/০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘুরে দাঁড়ালো অমরপুর মহকুমা। দশ উইকেটে পরাজিত করলো সাব্রুম মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। রবিবার বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় অমরপুর মহকুমা। সাব্রুম মহকুমার গড়া ৮৪ রানের জবাবে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় অমরপুর মহকুমা। বিজয়ী দলের শুভজিৎ শীল প্রথমে বল হাতে এক উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৪৪ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম মহকুমা মাত্র ৮৪ রান করতে সক্ষম হয়। দীপঙ্কর সাহা এবং বিবেক দেবনাথ এর দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে তেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি সাব্রুম মহকুমার ক্রিকেটাররা। দলের পক্ষে দেবাঙ্গ দে ৬৯ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ এবং পিটার ত্রিপুরা ৩৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। অমরপুরের পক্ষে দীপঙ্কর সাহা ১৩ রানে এবং বিবেক দেবনাথ ১৫ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে অমরপুর মহকুমা ১৯.৪ ওভারো কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে শুভজিৎ শীল ৫৯ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রানে এবং কর্ণজিৎ দাস ৬২ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান।

ব্যর্থ আয়োজকের তকমা ঘোচাতে রাজনীতিই ভরসা পিসিবির

রবিবার দুবাইয়ে ক্রিকেটের প্রকৃত 'অ্যাসেজ'। মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। দুই পড়শির ম্যাচ যে নিছক ক্রিকেটীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই তা কারই বা অজানা! নতুন করে সেকথা বুঝিয়ে দিল পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির মন্তব্য। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ক্রিকেট-যুদ্ধ শুরুর আগে তাঁর মুখে শোনা গেল, "ওদের ২২ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

কেন তিনি এমন কথা বললেন? আসলে গতকাল, শনিবার লাহোরের গদ্দাফিতে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচ শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সঙ্গীত চলার সময় আচমকা বেজে ওঠে জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে। অবাক হয়ে যান অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার এবং দর্শকরা। যদিও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভুল বুঝতে পারেন আয়োজকরা। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত মাঝপথে থামিয়ে অ্যাডভান্স অস্ট্রেলিয়া ফেয়ার অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সঙ্গীত চালানো হয়।

আর এপ্রসঙ্গেই প্রশ্ন করা হয় নকভিকে। তিনি বলেন, "প্রতিযোগিতার আয়োজকের নাম আইসিসি।" আর সেই সঙ্গেই ভারত-প্রসঙ্গে পিসিবির চেয়ারম্যান বলে ওঠেন, "আমাদের দিক থেকে বলতে পারি, আমরা ওদের ২২ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে ছেড়ে দিয়েছি।" প্রসঙ্গত, শনিবার পাকিস্তানে আটক ২২ ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্তি দেয় পাকিস্তান। কিন্তু দুবাইয়ের মহারণের আগে সেই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ই উঠে আসছে পাক ক্রিকেট কর্তার কথায়। যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা একদিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে ভারত-পাক ম্যাচের টেনশন কতটা গভীরে এবং এও বোঝাচ্ছে যে, ক্রিকেট মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে দেওয়া হয়েছে কূটনীতিকেও। তার চেয়েও বড় কথা, আয়োজক হিসেবে ব্যর্থতার যে তকমা ইতিমধ্যেই তাদের গায়ে চেপে বসেছে, তা থেকে বেরতেই বুঝি রাজনীতিকেই ভরসা করতে চাইছে পিসিবি।

তবে ক্রিকেট নিয়ে সরাসরি কথাও বলেছেন নকভি। পরিষ্কার দাবি করেছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "আশা করি একটা ভালো ম্যাচ হবে। অবশ্যই আমরা প্রস্তুত সম্পূর্ণ ভাবে। আমার মনে হয় দল ফর্মে রয়েছে। তবে যেই হারুক আর যেই জিতুক, ওদের (পাক দল) সঙ্গেই আমরা থাকব।"

আইপিএলের এক মাস আগে প্রস্তুতি শুরু করল কেকেআর

আইপিএলের বাকি ঠিক এক মাস। ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তার আগে প্রস্তুতি শিবির শুরু করল তারা। ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে শিবির শুরু হল গত বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নদের। মুম্বইয়ে শুরু হয়েছে শিবির। রয়েছেন ন'জন ভারতীয় ক্রিকেটার। তাঁদের মধ্যে রিঙ্কু সিংহ, বেঙ্কটেশ আয়ার, মণীশ পাণ্ডের মতো অভিজ্ঞদের পাশাপাশি রমনদীপ সিংহ, বৈভব অরোরা, অনুকূল রায়, অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর মতো তরুণরাও রয়েছেন। এ বার কেকেআরে যোগ দেওয়া ময়ঙ্ক মারকণ্ডে ও লভনীত সিসোদিয়াও যোগ দিয়েছেন শিবিরে।

২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে কেকেআরের এই প্রস্তুতি শিবির। শুধুমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটারেরা থাকলেও প্রধান কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, বোলিং কোচ ভরত অরুণ, স্ট্রেন্থ ও কন্ডিশনিং কোচ সাগর ভি, ফিজিয়ো প্রশান্ত পনচন্দা ও স্পিন বোলিং কোচ কার্ল ক্রো রয়েছেন শিবিরে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের দেখে নিচ্ছেন তাঁরা। মরসুম শুরুর আগে ক্রিকেটারদের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরির চেষ্টা করছে তিন বারের আইপিএলজয়ী দল। কেকেআরের প্রধান কোচ পণ্ডিত জানিয়েছেন, আইপিএলের আগে ১২ মার্চ থেকে কলকাতায় প্রস্তুতি শিবির শুরু হবে। সেখানে বাকি দেশীয় ও বিদেশি ক্রিকেটারেরা যোগ দেবেন। সেখানেই প্রথম একাদশ থেকে শুরু করে মূল পরিকল্পনা তৈরি হবে। তার আগে মূলত যাঁরা এখন ক্রিকেট খেলছেন না, তাঁদের দেখে নিচ্ছেন পণ্ডিতেরা। ভারতীয় ক্রিকেটারদের তৈরি রাখতে চাইছেন তাঁরা। গত বার কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার ও মেন্টর গৌতম গম্ভীর। দু'জনই এ বার নেই। ফলে আইপিএল শুরু হওয়ার আগে নতুন অধিনায়ক ঘোষণা করতে হবে কেকেআরকে। গম্ভীর না থাকায় বাড়তি দায়িত্ব থাকবে কোচ পণ্ডিতের কাঁধেও।

১১ বলে ওভার, বুমরাহের লজ্জার নজির ভাঙলেন বাংলার পেসার

দুবাই।। শুরুটা ভাল হয়নি মহম্মদ শামির। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ওভার বল করতে গিয়ে ১১টি বল করেন শামি। শুরুটা ভাল হয়নি তাঁর। লজ্জার নজির গড়েছেন তিনি। ভেঙে দিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহের রেকর্ড।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ওভারে বল করতে যান শামি। দ্বিতীয় বলটিই ওয়াইড করেন তিনি। তৃতীয় বল করার সময় পর পর দু'টি ওয়াইড করেন। শামির লেংথ ঠিক থাকলেও লাইন ঠিক ছিল না। কখনও অফ স্টাম্পের বাইরে, আবার কখনও লেগ স্টাম্পে বল করছিলেন। বল পিচে পড়ে আরও সুইং করছিল। ফলে ওয়াইড হচ্ছিল। লেগ সাইডে একটি বল ভাল বাঁচান উইকেটরক্ষক লোকেশ রাহুল। নইলে চার হতে পারত। ওভারের শেষ বলটি করতে গিয়ে আবার পর পর দু'টি ওয়াইড করেন শামি। ওভারে মোট পাঁচটি ওয়াইড করেন তিনি। ফলে ১১টি বল করতে হয় শামিকে। তিনি ছ'রান দেন। অর্থাৎ, ওয়াইড ছাড়া আর এক রান দেন বাংলার পেসার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এটি কোনও ভারতীয় বোলারের করা সবচেয়ে লম্বা ওভার। এর আগে কোনও বোলার ওভারে ১১টি বল করেননি। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই একটি ওভারে ন'বল করেছিলেন। সেটি এত দিন সবচেয়ে লম্বা ওভার ছিল। সেই নজির ভাঙলেন শামি।

উদ্যোগীদের সহজ পদ্ধতিতে ব্যাংক ঋণ দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারী : উদ্যোগীদের সহজতর পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হলে আর্থসামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় হবে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে দেশীয় পণ্য সামগ্রীর ব্যবহারের উপর আমাদের আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। আজ হোটেল পোলো টাওয়ারে নাবার্ড আয়োজিত স্টেট ক্রেডিট সেমিনারের উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। সেমিনারে রাজ্যপাল আরও বলেন, বিকশিত ভারত গড়তে হলে আমাদের কি পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে তার রূপরেখা এখনই ঠিক করা উচিত। রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে ভিত্তি করে যদি শিল্প গড়ে তোলা যায় তাহলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্টেট ফোকাস পেপার ২০২৫-২৬-এর সূচনা করেন রাজ্যপাল সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু বলেন, শিল্প গড়ে উঠলে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। আগর, ক্যুইন আনারস, রাবার, চা, বাঁশ এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভিত্তি করে শিল্প গড়ে তোলার জন্য স্থানীয়দের আরও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল মৎস্যচাষের মাধ্যমেও রাজ্যে প্রচুর কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আর্থিক লাভালাভের সুযোগ রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে রাজ্যের উদ্যোগীদের আরও সহজতর উপায়ে ঋণদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ত্রিপুরা শাখার জেনারেল ম্যানেজার সুরেন্দ্র নিডর, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নাবার্ডের ত্রিপুরা শাখার জেনারেল ম্যানেজার অনিল এস কোটমায়ার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন নাবার্ডের ডিজিএম রাজেশ চান্দেকর।

কৈলাসহরে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ছয়টি স্কুলে মাধ্যমিক ও তিনটি স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। গতকাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক যে তিনটি স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে সেগুলি হল যথাক্রমে আরকেআই হাই সেকেন্ডারি স্কুল, রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিশু নিকেতন হাই সেকেন্ডারি স্কুল।আজ থেকে যে ছয়টি স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে সে গুলি হল যথাক্রমে জারুলতলী হাই সেকেন্ডারি স্কুল, আরকেআই হাই সেকেন্ডারি স্কুল, রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশু নিকেতন হাই সেকেন্ডারি স্কুল, কাচেরঘাট রামচরণ সরকারি হাই সেকেন্ডারি স্কুল, কৈলাসহর গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুল।

এছাড়া মাদ্রাসা এর ছাত্র-ছাত্রীরা ও স্কুলগুলির মধ্যে পরীক্ষা দিচ্ছে। এবারের কৈলাশহরে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৬০১ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৩২৪ জন ও ছাত্রীর সংখ্যা ২৭৭ জন এবং মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯১৭ জন এরমধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৪৫১ জন ও ছাত্রীর সংখ্যা ৪৬৬ জন।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে চলছে সাথে প্রতিটি স্কুলে পুলিশ প্রশাসন সাহায্য করছে বলে জানিয়েছেন সমস্ত স্কুলের পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তথা আর কে আই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নীতিশ বিশ্বাস।

লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : আগরতলা ক্যাম্পের বাজার গজারিয়া এলাকা থেকে একজন ড্রাগস ব্যবসায়ীকে আটক করেছে এডিনগর থানার পুলিশ। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গোপন সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে এডিনগর থানার পুলিশ আজ সকাল ১০ টা নাগাদ গজারিয়া ক্যাম্পের বাজার এলাকা থেকে এক যুবককে আটক করেছে। তার কাছ থেকে ব্রাউন সুগার সহ লক্ষাধিক টাকার নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। আটক নেশা কারবারির নাম বিশ্বজিৎ দে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। তাকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে আরো কারা জড়িত রয়েছে তাদের নাম উদ্ধার করার চেষ্টা করবে পুলিশ।

জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,বিলোনিয়া,২৫ ফেব্রুয়ারি : বিলোনিয়া ভায়া জোলাইবাড়ি এনএইচ ১০৮ (এ) জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে দক্ষিণ জেলা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাতে জেলাশাসক স্মিতা মল এমএস থেকে শুরু করে বিলোনিয়া মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস,শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক মনোজ কুমার সাহা, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক অশোক মিত্র সহ বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হাইওয়ে এর পক্ষ থেকে ডিজিএম মহেশ মিনা, ডেপুটি ম্যানেজার গজেন্দ্র সিং ও বিভিন্ন অফিসার সহ পুর পরিষদের কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী। সভা শেষে বিধায়করা সহ ন্যাশনাল হাইওয়ে-র আধিকারিক ও পুরসভার চেয়ারম্যান নির্মীয়মান জাতীয় সড়কের কাজ পরিদর্শন করেন। এরপর আমলাপাড়া এলাকার সমগ্র জল নিষ্কাশনের জন্য বিধায়করা বিকেআই - এর সামনে পাকা ড্রেইন নির্মাণ , কালিনগরে রাস্তার দুই ধারে পাকা ড্রেইন নির্মাণ, জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত সাব রোড গুলোর এপ্রোচ পাকা করে দেওয়া , ঝরঝড়ি, সোনাইছড়ি , রতনপুর , মুহুরিপুরের একটা অংশে নিম্নমানের মেটেলিং ও কারপেটিং এর কাজ পুনরায় করে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কৈলাসহরে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়াপার্ক গড়ে তুলতে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ ফেব্রুয়ারি : কৈলাসহরের সতেরো মিঞার হাওড়ের পতিতজমিতে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়াপার্ক গড়ে তোলতে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন জমির মালিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বীরচন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিরজিত সিনহাও। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তথা ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, ঊনকোটি জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী তথা জেলার বরিস্ট বিজেপি নেতা সন্দীপ দেববরায়, চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় সিংহ, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য, বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বেবি রুদ্র পাল, উপপ্রধান সঞ্জয় দেববরায়, মৎস্য দপ্তরের ঊনকোটি জেলার উপ অধিকর্তা তারেন্দ্র দেববর্মা, মৎস্য দপ্তরের ঊনকোটি জেলার সুপারিন্টেন্ডেন্ট পি.কে নাথ সহ স্থানীয় কৃষকরা।

বৈঠক শেষে বিধায়ক বিরজিত সিনহা সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান যে, সরকারের উন্নয়ন মূলক কাজের ক্ষেত্রে উনি এবং উনার কংগ্রেস দল সবসময়ই সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে এবং আগামী দিনেও করে যাবে।

মাদক বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে অভিযান চারজন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলার এমবিবি কলেজ এবং আনন্দময়ী আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৪ জন মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, রাজ্য পুলিশ বিভিন্ন জেলায় নেশা বিরোধী অভিযান চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহার নির্দেশনা অনুযায়ী নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতেই এহেন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। পুলিশ কর্মীরা সতর্কতার সাথে নেশা সামগ্রী ব্যবহার দমনে মাঠে নেমেছে। এমনই এক অভিযান করে আজ এমবিবি কলেজ এবং আনন্দময়ী আশ্রম সংলগ্ন এলাকা থেকে ৪ জন মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে পূর্বথানার পুলিশ।

এই বিষয়ে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবপ্রসাদ রায় জানান,

গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ মাদক হিরোইন, ২১০টি মাদক বিক্রির কৌটা, নগদ ৫ হাজার টাকা এবং একটি বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুজন বাংলাদেশী নাগরিকসহ একজন ভারতীয় টাউট আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারী : সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে দুইজন বাংলাদেশী নাগরিক সহ একজন ভারতীয় টাউটকে আটক করে জিআরপি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল আগরতলা রেলস্টেশন থেকে দুইজন বাংলাদেশী নাগরিক এবং এক ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করেছে।জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে বাংলাদেশি নাগরিক বহিঃরাজ্যের উদ্দ্যেশে রওয়ানা দেবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি, বিএসএফ এবং আরপিএফ। সে সময় পুলিশ সন্দেহভাজন চাটজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে তারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন ঢাকার বাসিন্দা আরাফাত হোসাইন,জিনাত এরা (৩৪), সঙ্গে ১টি দুই বছরের ছেলে এবং ভারতীয় টাউট শচীন কুমার (২২)। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

আগামী ১৬ মার্চ রাজ্যভিত্তিক বসন্ত উৎসব: মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : আগামী ১৬ মার্চ বি টি কলেজ প্রাঙ্গণে রাজ্যভিত্তিক বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে রাজ্যভিত্তিক বসন্ত উৎসব উদযাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রস্তুতি সভায় মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, বসন্ত মানেই রঙের উৎসব। এবছর নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে রাজ্যভিত্তিক বসন্ত উৎসব পালিত হবে। ত্রিপুরার পুরনো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে উৎসবে হোলির গান ও নৃত্য, মনিপুরী, রবীন্দ্র, বৈষ্ণব, জনজাতিদের হোলি গান ও নৃত্য তুলে ধরা হবে।

এই উৎসবকে সর্বাঙ্গীন সাফল্যমন্ডিত করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আহ্বান জানান। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্যগণ, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস, পুরাতন আগরতলা ও ডুকলি ব্লকের বিডিও, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ রাজ্যভিত্তিক ও পশ্চিম জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি নিয়মবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলল বামেরা

নিজস্ব আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারী : সিপিআই (এম) অভয়নগর অঞ্চল কমিটি ১৩ নং ওয়ার্ডের জনগণের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি পেশ করেছে আগরতলা পুর নিগমে। এতে বলা হয়েছে, ১৩ নং ওয়ার্ডের দুর্গা চৌমুহনী ব্রিজের উত্তরাংশ থেকে বড়জলা পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে পাকা ড্রেনের কাজ শুরু হয়েছে। তবে, স্থানীয় জনগণের মধ্যে এই ড্রেন নির্মাণের বিষয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়, ড্রেন নির্মাণের আগে সরকারী উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট এলাকার জরীপ করা হয়েছিল এবং যারা বেআইনিভাবে সরকারি জায়গা দখল করেছিলেন, তাদের জায়গা দখলমুক্ত করে কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু জরীপকালে ১৩ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর প্রদীপ চন্দের বসতবাড়ির কিছু অংশ সরকারি জায়গার উপর থাকার বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়।

অথচ, বর্তমানে ড্রেন নির্মাণকালে এক অজ্ঞাত কারণে প্রদীপ চন্দের দখল করা সরকারি জায়গাটি অক্ষত রেখে কাজ চলছে, যা সরকারী নিয়মবিধির লঙ্ঘন এবং স্থানীয় জনগণের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এলাকার জনগণ এবং যারা জায়গা দখলমুক্ত করে বাড়িঘর হারিয়েছেন, তারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই পক্ষপাতিত্ব নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তাই, সিপিআই (এম) অভয়নগর অঞ্চল কমিটি প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। এছাড়া, কমিটি পুর নিগমের কাছে অনুরোধ করেছে, প্রদীপ চন্দের বেআইনিভাবে দখলকৃত সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করে ড্রেনের কাজ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সরকারের নিয়মনীতি অনুসরণ করে পুর নিগমকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।

ফল প্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভ ফায়ার সার্ভিসে চাকরি প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারী : ফায়ার কর্মী ও ড্রাইভার নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল চাকুরী প্রত্যাশীরা। কিন্তু রাস্তায় পুলিশ তাদের আটকে দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে উজ্জয়ন্ত প্রসাদের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। তাঁদের দাবি পূরণ করা হলে পরবর্তীতে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিসের ৩২৯টি পদে নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ফিজিক্যাল ও রিটেন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় দুই বছর হয়ে গেল এখনো তার ফলাফল প্রকাশ করছে না দপ্তর। তাদের অভিযোগ গত দুই বছর ধরে নিয়োগের নাম গন্ধ নেই, সেই বিষয়ে জানতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে রাস্তায় পুলিশ তাদেরকে আটকে দিয়েছে।

তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা যেন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন আবেদন জানিয়েছেন।

বাইক দুর্ঘটনায় পথচারীসহ দুজন আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বিশালগড়ে বাইক দুর্ঘটনায় পথচারীসহ দুইজন আহত হয়েছেন। বর্তমানে তারা হাঁপানিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে রঞ্জন সাহা নামে এক যুবক বাইক নিয়ে কোন এক অনুষ্ঠান থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। দ্রুতগতিতে বাইক চালানোর সময় বিশালগড় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সংলগ্ন এলাকায় নিচের বাজারে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারী হরিপদ দাস নামে এক বয়স্ক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারেন।

দুর্ঘটনার ফলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান রঞ্জন সাহা এবং হরিপদ দাস। স্থানীয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এই খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের অবস্থা গুরুতর দেখে হাঁপানিয়া হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। দুর্ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

লোকনাথ মন্দিরের ৩১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার আগরতলায় লোকনাথ মন্দিরের ৩১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার আগরতলার ঐতিহ্যমন্ডিত শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ মন্দিরে ৩১তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ও পাদুকা উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। সকাল থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে বাল্য ভোগ লাগানো হয়। পরবর্তীতে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় সকাল দশটায়। ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা ও রাখা হয়। এদিন লোকনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী অনান্যা মাধমিক পরীক্ষায় বসতে পেরে খুশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ইচ্ছা শক্তির অপর নাম ""অনন্যা ""। নিজে লিখতে না পারলেও মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে খোয়াইয়ের এই ছাত্রী অনন্যা চক্রবর্তী। তার মা জানিয়েছে ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী অনন্যা। কিন্তু ইচ্ছা শক্তির জোরে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে সে।

অদম্য জেদ এবং ইচ্ছা শক্তির নিদর্শন অনন্যা। বনকর এলাকায় তাদের বাড়ি। সে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনে পাঠরতা। ছোটবেলা থেকেই তাকে বহু কষ্টে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন তার মা-বাবা। আজ অনন্যা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। নিজে লিখতে না পারলেও তারই বিদ্যালয়ের এক নবম শ্রেণীর ছাত্রী তার হয়ে লিখবে। অনন্যা ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। তার মা জানায়, ছোটবেলা থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাকে প্রচন্ডভাবে সহায়তা করেছে। তাদের সহায়তায় এবং অনন্যা নিজের চেষ্টায় আজ সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবে বলেই আশা প্রার্থী অনন্যার পরিবারের সদস্যরা।জাম্বুরা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবারে পরীক্ষা দিচ্ছে সে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পেরে নিজেও খুশি অনন্যা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas